১০

পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহমদী

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।"
—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

সম্পাদক— এ. এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৩শ বর্ষ : ১১ ও ১২ শ সংখ্যা

২৮শে আশ্বিন ১৩৮৬ বাংলা : ১৫ই অক্টোবর ১৯৭৯ ইং : ২৩শে জেলকদ ১৩৯৯ হিঃ

বার্ষিক চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত ১৫'০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ২ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী | ১৫ই অক্টোবর ১৯৭৯ ইং | ৩৩শ বর্ষ ১১ ও ১২ শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
* তফসীরুল-কুরআন : 'সূরা-আল কাফেরুন'	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ	১
* হাদীস শরীফ : 'হুকুমত এবং পদ প্রার্থনার আকাঙ্খা গর্হিত'	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৫
* অমৃতবাণী : 'অসাধারণ নবী (সাঃ) যাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব অতুলনীয়'	হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মওউদ (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৭
* ঈমান-বর্ধক ভাষণ :	সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	১০
* খৃষ্টের সমাধি কি কাশ্মীরে ? —সানডে টেলিগ্রাফ রিপোর্ট :	অনুবাদ : শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান	১৭
* বাইবেলে যীশুর খোদা বা খোদা-পুত্র হওয়ার দাবী অস্বীকার	আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	২২
* ঈদুল-আজহার খোতবা :	হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	২৩
* সংবাদ : চট্টগ্রাম খোদ্দামের ইজতেমা ঢাকায় খোদ্দামের তাহাজ্জুদের ব্যবস্থা প্রফেসার সালাম নভেল পুরস্কারে ভূষিত		২৮
* যদি ঈদ এবং জুমা একই দিন একত্র হয়	মুহতারম মুফতি, সেলসেলা অহ্‌মদীয়	৩০
* বিশ্ব শান্তিদাতা কে ? যীশু ?	বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া	৩১
* খৃষ্টধর্ম প্রচারকগণের সমীপে একটি প্রশ্ন	"	৩৩
* প্রতিযোগিতার ফলাফল	বাংলাদেশ মজলিস খোঃ আঃ	৩৫

'তাহ্‌রীকে জদীদ'-এর চাঁদা আদায়ের তাকিদ

৩০শে অক্টোবর তাহ্‌রীকে জদীদের চলতি বৎসর শেষ হইতেছে। সকল আহ্‌মদী ভ্রাতা ও ভগ্নী সত্বর নিজ নিজ ওয়াদা পরিশোধ করিয়া আল্লাহ্‌তায়ালার অশেষ বরকত ও রহমতের উত্তরাধিকারী হউন।

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩৩ বর্ষ : ১১ম সংখ্যা

২৮শে আশ্বিন, ১৩৮৬ বাংলা : ১৫ই অক্টোবর, ১৯৭৯ইং : ১৫ই ইখা ১৩৫৮ হিজরী শামসী

'তফসীরুল কুরআন'—

সূরা আল-কাফেরুন

(হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর 'তফসীরে কবীর' হইতে সূরা আল-কাফেরূনের তফসীর অবলম্বনে লিখিত)—মৌঃ মোহাম্মাদ আমার বাঃ আঃ আঃ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

উপরোল্লেখিত রেওয়ায়েত সমূহের ভিত্তিতে সকল তফসীরকার এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে এই স্থরার মধ্যে يا ايها الكافرون সেই সমস্ত বিশেষ কাফেরগণকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে যাহারা হযরত রসূল করীম (সাঃ)-কে এবাদত সম্বন্ধে উপরোক্ত প্রশ্নসমূহ করিয়াছিল।

এই বিষয়ে কোন কোন সময় কাফেরগণ হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর নিকট প্রস্তাব করিয়াছিল যে, তিনি যদি তাহাদের উপাস্যের কঠোর সমালোচনা না করিয়া নম্রভাবে কথা বলেন তাহা হইলে প্রতিদানে তাহারাও তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবে। এই ঘটনা শুধু হাদিস দ্বারাই সাব্যস্ত নহে বরং ঐতিহাসিক সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ইহার সত্যতা অধিক পরিমাণে সাব্যস্ত হয়। কিন্তু উক্ত ঘটনার সহিত এই স্থরার সম্বন্ধের কথা বলিলে উহা যেরূপ প্রনিধানযোগ্য, তেমনি উহা সন্দেহযুক্তও বটে। আমি উপরোক্ত রেওয়ায়েতগুলির মধ্য হইতে শেষ তিনটি সংক্ষিপ্ত রেওয়ায়েত লইতেছি উহাদের মর্ম হইল, "আপনি এক বৎসর আমাদের মাবুদগণের এবাদত করুন, অতঃপর আমরা দ্বিতীয় বৎসর আপনার মাবুদের এবাদত করিব।" সঈদ বিন মনিয়া এবং ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী বৎসরের শর্ত নাই। তাঁহাদের বর্ণনানুযায়ী কাফেরগণ শুধু বলিয়াছেন, "আপনি আমাদের মাবুদগণের এবাদত করুন, আমরা আপনার মাবুদের এবাদত করিব।" বাহ্যতঃ কাফেরগণের মুখ হইতে এইরূপ কথা বাহির হওয়া আশ্চর্যজনক মনে হয় না। যখন কেহ যুক্তি বিরোধী কথা বলে

এবং অন্যদিকে সে দেখে যে তাহার কথার কোন প্রভাব হইতেছে না এবং তাহার ধর্ম বিশ্বাস হইতে লোকগণ ফিরিয়া যাইতেছে, তখন সে এইরূপ যুক্তি বিরোধী কথা বলিতে বাধ্য হইয়া পড়ে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, অত্র সুরা কি এইরূপ দাবীর জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং এইরূপ দাবীর জন্য কি এই সুরা অবতীর্ণ হওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল এবং এইরূপ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য এক চিরস্থায়ী সুরা অবতীর্ণ হওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল? উহার প্রথম উত্তর এই যে সেহাসত্তা (ছয়টি সহী হাদীস-গ্রন্থ)-এর একটিতেও ইহার কোন উল্লেখ নাই। এমন এক প্রশ্ন যাহার গুরুত্বের জন্য এক সুরা নাযেল হইল, অথচ সেহাসেত্তার মধ্যে উহার কোন উল্লেখ নাই, ইহা বড় বিচিত্র কথা। দ্বিতীয় কথা এই যে, কাফেরগণের প্রশ্নের উত্তরে কি এইরূপ সুরার নযুলের কোন যুক্তি-সঙ্গত প্রয়োজন ছিল? ইহার উত্তর সুস্পষ্ট। তৌহীদ সম্পর্কে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর উপর প্রথম দিন হইতে ইলহাম সমূহ নাযেল হইয়াছিল। যথা, যে সুরা প্রথম নাযিল হইয়াছিল উহার মধ্যে তৌহীদের উল্লেখ না থাকিলেও, কিন্তু উহাতে এক খোদার এবাদতের আদেশ রহিয়াছে।

আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন:

اقرأ باسم ربك الذى خلق ـ خلق الانسان من علق ـ اقرأ وربك الاكرم الذى علم بالقلم ـ علم الانسان مالم يعلم ـ

অর্থাৎ, "তুমি সেই খোদার নাম লইয়া দুনিয়ায় তবলীগ কর, যিনি বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যিনি মানবের সৃষ্টির মধ্যে স্বীয় প্রেমকে প্রচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছেন, তাঁহারই নামকে সারা দুনিয়ায় প্রচার কর, যিনি মহিমান্বিত, যিনি লেখার মাধ্যমে মানুষকে জ্ঞান শিক্ষা দিয়াছেন অর্থাৎ দীর্ঘস্থায়ী এক শিক্ষায় তাহাকে ভূষিত করিয়াছেন এবং এমন কোন জ্ঞান তিনি মানুষকে শিখাইয়াছেন, যাহা সে পূর্বে অবগত ছিল না।" এই মজমুনের মধ্যে একদিকে আল্লাহ্তায়ালার কামেল অস্তিত্বের প্রতি ইঙ্গিত আছে এবং অন্যদিকে এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত আছে যে, একমাত্র আল্লাহ্তায়ালা মানবজাতিকে ইলহামের মাধ্যমে পথ-প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন; তৃতীয়তঃ ইহাতে আরও বলা হইয়াছে যে, সৃষ্টির মধ্যে কেহ স্বয়ং উহার মর্মস্পর্শ করিতে পারে না। এই সকল কথা শেরকের মূল উৎপাটন করিয়া দেয়। কারণ যখন খোদাতায়ালা নবীগণের মারফৎ মানবকুলকে শিক্ষা দিয়া আসিতেছেন এবং পূর্ণ তা'লীম তাহার নিকট হইতে আসে, তখন এই রুহানী নিযামের মধ্যে দে দেবীর জন্য স্থান কোথায় থাকিয়া যায়?

সুরার আলাকের অব্যবহিত পরে যে সুরাগুলি অবতীর্ণ হইয়াছে, উহারা হইতেছে সুরা মুদ্দাস্সের এবং মুয্যামেল। সুরা মুয্যাম্মেলে আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন:

رب المشرق و المغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا

অর্থাৎ, "খোদা পূর্ব এবং পশ্চিমের খোদা। তিনি ছাড়া কোন মা'বুদ নাই। সুতরাং তাঁহারই উপর পূর্ণ ভরসা রাখ।"

পুনঃরায় সুরা মুদ্দাস্সেরে আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন: وربك فكبر و لربك فاهجر

"একমাত্র আপন রবের মহিমা ঘোষণা কর এবং শেরককে সম্পূর্ণরূপে বর্জন কর।"

উপরে বর্ণিত আয়াতদ্বয়ের মজমুনের পর কাফেরগণের উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য অন্য কোন সুরা নাযেল করার কি প্রয়োজন ছিল ?

ইহার পর চারি বৎসর যাবৎ হযরত রসুল করীম (সাঃ) এক খোদার এবাদত করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার অমল ইহাই ছিল, এক খোদা ছাড়া আর দ্বিতীয় কেহ মা'বুদ নাই। সারা মক্কাবাসীর সহিত তাঁহার লড়াই এই কথার উপর ছিল যে, খোদা এক এবং কেহ তাঁহার শরীক নাই। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইহা বলা যে, লোকেরা আসিয়া যখন তাঁহার নিকট প্রশ্ন করিল, তখন তিনি আল্লাহ্তায়ালার নিকট নির্দেশ চাহিলেন এবং তিনি এই সুরা অবতীর্ণ করিয়া বলিলেন যে, তাহাদিগের মা'বুদগণের এবাদত করিও না', কত বড় অযৌক্তিক ও অবান্তর কথা।

কেহ কি এই কাহিনী মানিতে পারে যে, কোন এক নিম্নস্তরের মুসলমানকে যদি এক খৃষ্টান এই প্রস্তাব দেয় যে, "এস তুমি আমাদের যীশুকে খোদা মান, আমিও কিছুদিন তোমাদের খোদাকে খোদা মানিয়া লইব," তাহা হইলে সেই মুসলমান এই উত্তর দিবে যে, "আমি আমাদের আলেমের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া ইহার উত্তর দিব" ? কখনই সেই মুসলমান এইরূপ উত্তর দিবে না। যদি এক অত্যন্ত মূর্খ মুসলমানও এরূপ কথা বলিতে না পারে, তাহা হইলে জ্ঞানীগণের সরদার এবং তৌহীদের নিশানা বরদার হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর সম্বন্ধে ধারণা করা যে, তিনি কাফেরগণের প্রশ্ন শুনিয়া (যদিও এইরূপ প্রশ্ন হওয়া আশ্চর্য নহে—কোন পরাজিত জাতি ঘাবরাইয়া গিয়া এরূপ বেকুবীর কথা বলিয়া ফেলিতে পারে কিন্তু ইহাকে পরিস্কার যুক্তি বিরোধী কথাই বলা চলিবে যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ) কাফেরগণের প্রশ্ন শুনিয়া কোনরূপ চিন্তান্বিত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং খোদাতায়ালার নিকট হইতে উত্তরের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন) আল্লাহ্তায়ালার নিকট হইতে উহার উত্তরের জন্য প্রতীক্ষারত ছিলেন অথবা তাঁহার দাবীর ৪ বৎসর পরে এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য ইলাহী নির্দেশের প্রয়োজন ছিল ! ইহা এরূপ এক কথা, যাহা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এক মিনিটের জন্যও মানিতে রাজি হইবে না। ইহা এরূপ এক প্রশ্ন, যাহার উত্তর কোরআন করীমে যে পূর্ব হইতে আসিয়া গিয়াছিল তাহা নহে, বরং উক্ত প্রশ্নের মধ্যে আরও বহুবিধ ত্রুটি ছিল। উহাদের উত্তর দিবার জন্য কোন ইলহামী হেদায়েতের প্রয়োজন ছিল না। যথা, কাফেরগণের পক্ষ হইতে এই প্রস্তাব ছিল যে, আমরা "আপনার মা'বুদের এবাদত করিব, আপনিও আমাদের মা'বুদগণের এবাদত করুন।" ইহার মধ্যে কি এমন কোন জটিল বিষয় ছিল, যাহার সমাধানের জন্য আল্লাহ্তায়ালার হেদায়েতের প্রয়োজন ছিল ? এই প্রস্তাবের মধ্যে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে বলা হইয়াছিল যে, তিনি যে সব মা'বুদকে মানেন না, তাহাদের এবাদত করুন এবং ইহার পরিবর্তে এই কথা দেওয়া হইয়াছিল যে, তাহারা যে খোদাকে মানে অথচ তাঁহার এবাদত করে না, তাহারা তাঁহার এবাদতে লাগিয়া যাইবে। এই প্রস্তাবটি বিশ্লেষণ করিলে নিম্নবর্ণিত কিস্সার অনুরূপ হইবে, যথা—এক স্ত্রীলোক প্রতিবেশী অন্য এক স্ত্রীলোকের বাড়িতে গিয়া আটা পিষিবার জন্য তাহার যাঁতা ব্যবহার করার অনুমতি চাহিল। যখন সে আটা পিষিতে আরম্ভ করিল তখন বাড়ীওয়ালীর কিছুক্ষণ যাঁতা পিষিবার ইচ্ছা হইল। তদনুযায়ী সে বহিরাগত স্ত্রীলোকের আটা পিষিতে বসিল। তখন

বহিরাগত স্ত্রীলোকটি বাড়িওয়ালীর খাবারের উপর হইতে ঢাকা খুলিয়া বলিল, "ভগ্নি আমার লজ্জা লাগিতেছে যে, তুমি আমার কাজ করিয়া দিতেছ এবং আমি তোমার কোন কাজ না করি। সুতরাং তুমি আমার আটা পিষিতে থাক। আমি ইত্যিবসরে তোমার খাবার খাই।" লোকেরা সাদাসিদা লোকের সরলতা ও বেকুবী প্রকাশের জন্য এই কাহিনী রচনা করিয়াছে। এই কাহিনী শুনিয়া যদি কেহ অবাক হয়, তাহা হইলে কাহিনী বর্ণিত বেকুব স্ত্রীলোক যে কথা বলিয়াছিল, উহার সমাধান কিরূপে করা যাইবে? ইহার কি উত্তর দেওয়া যাইবে? কাফেরগণের সওয়ালও ঐ বেকুব স্ত্রী লোকটির কথা হইতে কম খেলো ছিল না। বোধ হয় আমাদের তফসীরকারগণ ধারণা করিয়া লইয়াছেন যে, মক্কার মুশরেকগণ কেবল তাহাদের দেবদেবীগণকে মানিত, খোদাকে মানিত না। এই জন্য তাহাদের প্রস্তাব "আমাদের মাবুদগণকে আপনি মানিয়া লউন, তাহা হইলে আমরাও আপনার মাবুদকে মানিব" যদিও ঈমান এবং দীনের বিরোধী ছিল, কিন্তু যুক্তি বিরোধী ছিল না। মক্কার কাফেরগণ খোদাতায়ালাকে ঠিক সেইভাবে মানিত, যেভাবে মুসলমানগণ মানিত এবং তাঁহাকে সকল দেবদেবীর সরদার এবং প্রভু গণ্য করিত। তাহাদের ভুল ইহাই ছিল যে, খোদাতায়ালা থাকা সত্বেও তাহারা ছোট খাট দেবদেবীরও প্রয়োজন অনুভব করিত। কুরআন মজীদে আল্লাহ্তায়ালা পরিস্কার ভাষায় বলিয়াছেন,

والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى

অর্থাৎ, "যাহারা খোদা ছাড়া অন্য মাবুদ গ্রহণ করে, তাহারা বলে যে, আমরা তাহাদের কেবল এই জন্য পূজা করিয়া থাকি যেন তাহারা আমাদিগকে আল্লাহ্তায়ালার নিকট করিয়া দেয়।" এই আয়াত হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, মাক্কাবাসীগণ আল্লাহ্তায়ালাকে মানিত এবং তাহারা ইহাও মানিত যে খোদাতায়ালা বিশ্বের মালিক। তাহারা কেবল এই দাবী করিত যে, 'খোদা ছাড়া আর যত মাবুদ আছে, তাহারা খোদার প্রিয় এবং আমরা এই জন্য তাহাদের পূজা করি, যেন তাহারা আমাদিগকে খোদার নৈকট্য লাভে সাহায্য করে। এবং আমাদের সুপারীশকারী হয়।'

অতএব যখন মুশরেকগণ খোদাতায়ালাকে মানিত এবং খোদাতায়ালার নৈকট্যকে প্রয়োজনীয় মনে করিত এবং মিথ্যা উপাস্যগণের এই জন্য পূজা করিত যেন তাহারা খোদাতায়ালার নিকট তাহাদিগের সুপারিশ করিয়া দেয়, তখন ইহা কিভাবে বুঝা যাইবে যে, তাহারা খোদাতায়ালার এবাদত করিত না। যদি তাহারা খোদাতায়ালার এবাদত করিত, তাহা হইলে তাহাদের প্রস্তাব "আপনি আমাদের মাবুদগণের এবাদত করুন, আমরাও আপনার মাবুদের উপসনা করিব" কত বড় নির্বুদ্ধিতার প্রস্তাব হইয়া পড়ে। মুসলমানগণ এবং মুশরেকগণ উভয়েই খোদাতায়ালার উপর ঈমান রাখিত। উভয়ের মধ্যে বিতর্কের বিষয় ছিল ঝুটা দেবদেবীগনের অস্তিত্ব। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর নিকট এই প্রস্তাব দেওয়া যে "আপনি বিতর্কমূলক বিষয় মানিয়া লউন, তাহা হইলে আমরা ঐ বিষয় মানিয়া লইব, যাহা আমরা পূর্ব হইতে মানি"—এমন এক ব্যাপার যাহা শুনিয়া এক নির্বোধ ব্যক্তিও হাসিবে, এবং বলিবে, 'মিয়া, তোমরা কি দিতেছ এবং উহার বিনিময়ে কি চাহিতেছ? তোমরা তো উহাই দিতেছ, যাহা পূর্ব হইতেই হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর, এবং বিনিময়ে উহা মানিতেছ, যাহার উপর না তোমাদের কোন হক আছে, না অন্যের। অতএব আপোস কি করিলে এবং ফয়সালা কি হইল?" (ক্রমশঃ)

হাদিস শরীফ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হুকুমত এবং পদ প্রার্থনার আকাঙ্খা গর্হিত।

৩৮৮। হযরত আবু হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "মুত্তাকী হও, তাহা হইলে সর্বাপেক্ষা বড় 'আবেদ' (উপসনাকারী) হইয়া পড়িবে। সন্তোষ অবলম্বন কর, সর্বাপেক্ষা শোকর-গুজার বলিয়া বিবেচিত হইবে। লোকের জন্য তাহাই চাহিবে, যাহা নিজের জন্য চাও। ইহাতে প্রকৃত মুমেন বলিয়া অভিহিত হইবে। উত্তম প্রতিবেশী হও, সাচ্চা মুসলমান কথিত হইবে। অল্প হাসিবে, কারণ অধিক হাসিলে দেল্ মূর্দা হইয়া পড়ে।"

৩৮৯। ইব্নে উমর রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহ্তায়ালার পানাহ্ (আশ্রয়) চায়, তাহাকে তোমরাও আশ্রয় দিবে, যদি সামর্থ্য না থাকে তবে অন্ততঃ ভাল কথাই বলিবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্তায়ালার নাম লইয়া চায়, তাহাকে অবশ্য কিছু দিবে, যদি সামর্থ্য না থাকে তবে অন্ততঃ ভাল কথা বলিবে। যে ব্যক্তি দাওয়াত করে, তাহার দাওয়াত কবুল করিবে। যে ব্যক্তি তোমাদের সঙ্গে সুব্যবহার করে, তাহার সুব্যবহারের প্রতিদান যে কোনো প্রকারে অবশ্যই দিবে। যদি সম্পুর্ণ প্রতিদান সম্ভবপর না হয়, তবে অন্ততঃ ভাল রূপে দোয়া করিবে। তাহার জন্য এত দোয়া করিবে যেন অনুভব করিতে পার তাহার ইহ্সানের প্রতিদান শোধ করিয়াছ।"

[আবু দাউদ; 'কিতাবুয্-যাকাহ্', 'বাবু আতিয়াতু মান্ সাআলা-বিল্লাহে ; ১ : ২৩৫ পৃঃ]

৩৯০। হযরত হাসান বিন আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন: "আমার স্মরণ আছে যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম একদা ফরমাইয়াছিলেন, 'যাহা তোমার হৃদয়ে বাধে এবং উদ্বেগ সৃষ্টি করে, তাহা পরিত্যাগ করিবে এবং যাহা তোমাকে উদ্বিগ্ন করে না এবং তৎ-সম্বন্ধে তোমার 'ইৎমিনান' (মনের স্বস্তি) থাকে, তাহা করিবে।"

['বুখারী,' কিতাবুল বুয়ূ 'বাবু তফ্সীরুল-মুতাশাবিহাত ; ১ : ২৭৫ পৃঃ]

৩৯১। হযরত আবু হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু-তায়ালা আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: প্রতিটি মানুষের মধ্যে তাহার ইস্লামের সৌন্দর্য ইহাই যে, সে যেন নিরর্থক, নিষ্ফল, বৃথা বিষয়, কার্য ও কথা সব পরিহার করে।"

['তিরমিযি,' কিতাবুযযুহদ ; ২ ৫৫ পৃঃ]

সত্যবাদীতা, সত্যপরায়ণতা

৩৯২। হযরত ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "সত্যবাদীতা পুণ্য এবং সুকর্মের দিকে নিয়া যায় এবং পুণ্য ও সুকর্ম জান্নাত-এর দিকে লইয়া যায়। যে ব্যক্তি সর্বদা সত্য কথা বলে, আল্লাহ্তায়ালার নিকট সে 'সিদ্দীক' (সত্যপরায়ণ) বলিয়া লিখিত হয়। মিথ্যাবাদীতা, মিথ্যা আচরণ এবং গোণাহ্, ফিস্ক্ ও ফুজুরের' দিকে নিয়া যায় এবং ফিস্ক্ ও ফুজুর জাহান্নামের দিকে লইয়া যায়। যে ব্যক্তি অহরহ মিথ্যা কথা বলে সে আল্লাহ্তায়ালার নিকট 'কায্যাব' (ঘোর মিথ্যাবাদী) বলিয়া লিখিত হয়।" ['বুখারী,' কিতাবুল্-আদব 'বাবু কাউলুল্লাহুতায়ালা: ইত্তাকুল্লাহা ওয়া কুনু মায়াস-সাদেকীন' (সুরাহ্ তাউবাহ্, ১১৯ আয়াত); ২: ৯০০ পৃঃ]

৩৯৩। হযরত হাসান বিন্ আলী রাযিয়াল্লাহুতায়ালা আন্হুমা বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম একদা ফরমাইয়াছিলেন বলিয়া ভালরূপ স্মরণ আছে যে, সন্দেহে নিপতিত করে এমন সব বিষয় পরিত্যাগ করিবে। সন্দেহাতীত নিশ্চিত প্রত্যয় যাহা তাহা অবলম্বন করিবে। কারণ, একীন (নিশ্চিত প্রত্যয়) সৃষ্টিকারী সত্য শান্তির, 'ইৎমিনানের' কারণ হয় এবং মিথ্যাবাদীতা উদ্বেগ ও চিত্ত চাঞ্চল্য পয়দা করে।" ['তিরমিযি; 'আব্ওয়াবুল —কিয়ামাহ; ২: ৭৪ পৃঃ]

৩৯৪। হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাযিয়াল্লাহু-তায়ালা আনহুমা বলেন: "আমি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি: "তোমাদের পূর্বেকার লোকের মধ্যে তিন ব্যক্তি সফরে বাহির হইয়াছিল। রাত্রে এক গহ্বরে তাহাদের কাটাইতে হইয়াছিল। তাহারা ইহার মধ্যে বিশ্রাম করিতেছিল। ইতিমধ্যে পর্বত হইতে একটা বিরাট প্রস্তর গড়াইয়া গহ্বরের মুখে আসিয়া পড়িল। তাহারা ভিতরে বন্দী হইয়া পড়িল। পরস্পরে বলিল; 'এই বিপদ হইতে এখন শুধু দোয়া দ্বারাই রক্ষা পাওয়া সম্ভবপর। চল আপন আপন সুকৃতির মধ্যবর্তিতা দ্বারা আল্লাহ্তায়ালার নিকট দোয়া করি'। ঐ তিন জনের মধ্যে এক ব্যক্তি বলিল: 'খোদা, আমার মাতাপিতা বৃদ্ধ ছিলেন। আমি আমার পরিবার পরিজন ও পালিত পশুকে তাঁহাদের পূর্বে কোনো কিছু পানাহার করান হারাম মনে করিতাম। এক দিন বাহির হইতে পশু-খাদ্য আনিতে আমার বিলম্ব হইল। সন্ধ্যায় মাতাপিতা ঘুমাইয়া পড়িবার পূর্বে শীঘ্র কিছুতেই পৌঁছিতে পারি নাই। যখন আমি তাঁহাদের জন্য দুগ্ধ দোহাইয়া তাঁহাদের নিকট লইয়া গেলাম, তখন তাঁহারা ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। তখন আমার প্রাণ তাঁহাদিগকে জাগান পছন্দ করিল না এবং আমি তাঁহাদিগকে খাওয়াইবার পূর্বে আমার পরিজন ও পালিত পশুদিগকেও খাওয়াইতে চাহিলাম না। দুগ্ধপাত্র আমার হাতে ধরা রাখিয়া আমি এই অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিলাম যে, তাঁহারা জাগ্রত হইলেই তাঁহাদিগকে দুগ্ধ পান করাইব। এই অপেক্ষাতে ফজর হইয়া গেল। শিশু সন্তানগুলি ক্ষুধায় আমার পায়ে পড়িয়া

আকুলি বিকুলি করিতে লাগিল। প্রত্যুষে যখন তাঁহাদের ঘুম ভাঙ্গিল, তখন রাত্রির দুগ্ধ তাঁহারা পান করিলেন। আল্লাহ্ আমার, যদি আমি এই কাজ শুধু তোমারই প্রীতির খাতিরে করিয়া থাকি, তবে তুমি এই বিপদ, যাহার মধ্যে আবদ্ধ হইয়াছি, দূর কর এবং প্রস্তর অপসারিত করিয়া দাও'। এই দোয়ার বরকতে প্রস্তর খানিকটা সরিল এবং কিছুটা পথ হইল। কিন্তু তাহারা এখনো উহা হইতে বাহির হইতে পারিল না।

এখন দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল: 'আল্লাহ্ আমার, আমার চাচার এক কন্যা ছিল। তাহাকে আমি অত্যন্ত ভালবাসিতাম। এতখানি ভালবাসা কোনো পুরুষ কোনো স্ত্রীলোককে করিতে পারে কিনা জানি না। আমি তাহাকে কুকার্যের জন্য প্রলুব্ধ করিতে চাহিয়াছি, কিন্তু সে অস্বীকার করিল এবং আমা হইতে বাঁচিতে থাকিল। এক সময় ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইল। আমার এই প্রেমিকার আর্থিক কষ্ট উপস্থিত হইল। বাধ্য হইয়া সে আমার নিকট আসিল এবং সাহায্য চাহিল। আমি তাহাকে একশত দিনার (স্বর্ণ মুদ্রা) এই শর্তে দিলাম যে, সে আমাকে আমার বাসনা পূর্ণ করিতে দেয় এবং আপনাকে আমার সোপর্দ করে। সে অনোন্যপায় ছিল। এজন্য স্বীকার করিল। যখন আমি তাহাকে কাবু করিলাম এবং দুষ্কর্মের জন্য প্রস্তুত হইলাম, তখন সে বলিল: 'আল্লাহ্তায়ালাকে ভয় কর, এবং অবৈধ উপায়ে এই মোহর ভাঙ্গিও না'। তাহার এই কথা শুনিয়া আমি আল্লাহর ভয়ে প্রকম্পিত হইলাম। তাহাকে ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। অথচ, তখনো সে আমার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় বোধ হইতেছিল। আমি সেই স্বর্ণ দিনারও তাহারই নিকট থাকিতে দিলাম। 'আল্লাহ্ আমার যদি আমি এই দুরভিলাস শুধু তোমার প্রীতির উদ্দেশ্যেই করিয়া থাকি, তুমি আমাদিগকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার কর, যাহা আমাদিগকে আবদ্ধ করিয়াছে'। ইহাতে প্রস্তরটি আরো কিছু সরিয়া গেল। কিন্তু তখনো তাহারা ঐ গহ্বর হইতে বাহির হইতে পারিতেছিল না।

ইহাতে তৃতীয় ব্যক্তি বলিল; 'আল্লাহ্ আমার, আমি কতিপয় মজুর নিয়োগ করিয়া ছিলাম। কাজ নেওয়ার পর তাহাদিগকে মুজুরী দিলাম। অবশ্য এক ব্যক্তি মজুরী অল্প ভাবিয়া নিল না। অসন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেল। আমি তাহার এই পরিত্যক্ত টাকা ব্যবসায় নিয়োগ করিলাম। আল্লাহ্তায়ালা ইহাতে বরকত দিলেন। অনেক মুনাফা হইল। কিছু দিন পর অর্থাভাবে বাধ্য হইয়া সেই ব্যক্তি প্রত্যাগমন করিল এবং বলিল: আমাকে আমার মজুরীই দিন যাহা আপনি ধার্য করিয়াছিলেন'। আমি বলিলাম: 'এই সব উষ্ট্র, এই সব গাভী, এই সব ছাগ এবং ভৃত্য যাহা দেখিতেছ সবই তোমার মজুরী'। সে বলিল: 'আল্লাহ্র বান্দাহ! মজুরী না দিন, ঠাট্টা ত করিবেন না'। আমি বলিলাম: কোনরূপ পরিহাস করিতেছি না। প্রকৃতই এই সব তোমার মাল। কারবারে লাগানোর ফলে তোমার মজুরী বাড়িয়া এই হইয়াছে'। যখন সে প্রকৃত বিষয় জানিতে পারিল, তখন আনন্দিত হইয়া ঐ সব মাল হাঁকিয়া লইয়া গেল। কিছুই পিছনে ছাড়িল না। আল্লাহ্ আমার, যদি আমি এই কার্য শুধু তোমার প্রীতির উদ্দেশ্যেই করিয়া থাকি, তবে এই বিপদ হইতে আমাদিগকে রেহাই দাও, আমরা যে ইহাতে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি।' এই দোয়ার বরকতে অবশিষ্ট প্রস্তর টুকুও সরিয়া গেল এবং তাহারা তিন জনই সানন্দে বাহিরে আসিল এবং তাহাদের পথ ধরিল। ['বুখারী, কিতাবুউ ইজারাহ; বাবু মান ইস্তাজারা আজরান্ ফাতারাকা আজ্‌রাহু; ১: ৩০৮ পৃঃ, ১: ৪৯৩ পৃঃ]

(ক্রমশঃ)

('হাদিকাতুস সালেহীন' গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ)

—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর

অমৃত বানী

অসাধারণ নবী (সাঃ) যাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব অতুলনীয় গুণ ও বিশিষ্ট

এবং কীর্তির কষ্টিপাথরে সুপ্রকাশিত

"জগতে আল্লাহ্‌র এক মহিমান্বিত রসুল (হযরত মোহাম্মদ সাঃ) আসিয়াছেন, যাহাতে সেই সকল (আধ্যাত্মিক) বধিরদিগকে কর্ণ দান করেন যাহারা আজ হইতে নয় বরং শত সহস্র বৎসর ধরিয়াই বধির। কে অন্ধ এবং কে বধির ? সেই ব্যক্তি যে তৌহীদ গ্রহণ করে নাই এবং সেই রসুলকেও গ্রহণ করে নাই, যিনি নুতনভাবে পুণরায় ভু-পৃষ্ঠে তৌহীদকে কায়েম করিয়াছেন। সেই রসুল যিনি বন্য ও পশু-স্তরের লোকদিগকে সভ্য মানুষে এবং সভ্য মানুষকে চরিত্রবান মানুষে পরিণত করিয়াছেন অর্থাৎ সত্যিকার ও প্রকৃত চারিত্রিক ও নৈতিক গুণাবলীকে সামঞ্জস্য ও ভারসাম্যপূর্ণ সুনিয়ন্ত্রণের কেন্দ্রে স্থাপন করিয়াছেন। অতঃপর চরিত্রবান মানুষদিগকে খোদা-যুক্ত হওয়ার স্তরে উন্নীত করিয়া এলাহী রঙে রঙীন করিয়াছেন। সেই রসুল, হ্যাঁ সত্যের সেই প্রজ্জল-সূর্য, যাঁহার পদতলে সহস্র সহস্র মৃতগণ শেরক (অংশীবাদীতা), নাস্তিকতা অবাধ্যতা ও পাপাচারের কবল হইতে মুক্ত হইয়া জীবন লাভ করিয়াছে এবং কার্য কররূপে যিনি কিয়ামতের নমুনা ও দৃশ্য দেখাইয়াছেন। যীশুর ন্যায় শুধু বাগাড়ম্বর ও নীতিবাক্য উচ্চারণেই ক্ষান্ত হন নাই। সেই মহানবী 'মক্কায় আবির্ভূত হইয়া শেরক এবং মানব-পূজার গভীর অন্ধকারকে তিরোহিত করিয়াছেন। হ্যাঁ, জগতের প্রকৃত জ্যোতি একমাত্র তিনিই ছিলেন; তিনি জগতকে তমসাচ্ছন্ন অবস্থায় লাভ করিয়া বাস্তবিকপক্ষে সেই আলো দান করিয়াছিলেন যাহা অন্ধকার রাতকে দিন করিয়াছিল। তাঁহার আগমনের পূর্বে জগৎ কি ছিল ? অতঃপর তাঁহার আগমনের পর তাহা কি রূপ ধারণ করিয়াছিল ? ইহা একটা এমন কোন প্রশ্ন নয়, যাহার উত্তর মোটেও কঠিন হইতে পারে; যদি আমরা বে-ঈমানীর পথ অবলম্বন না করি, তাহা হইলে আমাদের বিবেক (Conscience) নিশ্চয়ই আমাদের অঞ্চল ধরিয়া আমাদিগকে স্বীকার করিতে বাধ্য করিবে যে, এই মহামর্যাদাবান রসুলের পূর্বে খোদাতায়ালার মহিমা ও মাহাত্ম্য প্রতিটি দেশের মানুষ বিস্মৃত হইয়াছিল এবং সেই সাচ্চা মা'বুদ (উপাস্য)-এর সকল গৌরব ও মর্যাদা অবতার, দেব-দেবী, প্রস্তর, তারকা-নক্ষত্র, গাছ-বৃক্ষ ও জীব-জন্তু এবং মরণশীল মানবদিগকে দান করা হইয়াছিল এবং তুচ্ছ ও হীণ সৃষ্ট-জীবকে সেই মহাপ্রতাপশালী ও পবিত্রতম খোদার স্থান ও আসনে বসান হইয়াছিল। এবং ইহা একটি নির্ভুল ও সাচ্চা

ফায়সালা যে, যদি এই সমস্ত মানুষ, জীব-জন্তু ও গাছ-বৃক্ষ এবং তারকা-নক্ষত্রই খোদা-স্বরূপ হইত—যেগুলির মধ্যকার যীশুও একজন, তাহা হইলে বলা যাইত, এই রসুলের কোন আবশ্যক ছিল না। কিন্তু যেহেতু (যীশু সহ) এ সকল জিনিস কখনও খোদা ছিল না, সেহেতু সেই দাবী এক মহা জ্যোতি বহন করে, যে দাবী হযরত সৈয়দনা হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মক্কার পর্বতমালার উপরে দাঁড়াইয়া উচ্চারণ করিয়াছিলেন। সেই দাবী কি ছিল? তাহা এই যে, তিনি বলিয়াছিলেন, 'খোদাতায়ালা জগতকে শেরকের গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত দেখিয়া সেই অন্ধকারকে নস্যাৎ করার উদ্দেশ্যে আমাকে পাঠাইয়াছেন।" উহা শুধু একটা দাবীই ছিলনা বরং রসুলে-মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম উক্ত দাবীকে বাস্তবে পূর্ণ করিয়া দেখাইয়া দেন। যদি কোন নবীর গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব তাঁহার সেই সকল কীর্তির দ্বারা প্রতীয়মান হইতে পারে, যে সকল কীর্তির মাধ্যমে মানবজাতির প্রতি প্রকৃত ও সত্যকার সহানুভূতি সকল নবীদের তুলনায় অধিক পর্যায়ে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইলে, হে সমগ্র মানবকুল! উঠ এবং সাক্ষ্য দান কর যে, এই গুণ ও বৈশিষ্ট্যে জগতের মধ্যে হযরত মোহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কোন নযির নাই।...

সৃষ্টির উপাসকগণ এই মহামহিমান্বিত রসুলকে চিনে নাই, সনাক্ত করে নাই, যিনি সত্যিকার সহানুভূতির সহস্র সহস্র জলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু আমি দেখিতে পাইতেছি, সেই সময় এখন সমাগত, যখন এই পবিত্রতম রসুল (সাঃ)-কে সনাক্ত করা হইবে, সকলেই তাঁহাকে চিনিয়া লইবে। ইচ্ছা করিলে তোমরা আমার কথা লিখিয়া রাখ যে, এখন হইতে মৃতের উপাসনা ক্রমশঃই স্তিমিত ও হ্রাস-প্রাপ্ত হইতে থাকিবে, এমন কি উহা নিস্তব্ধ নাবুদ হইবে, চিরতরে লোপ পাইবে। মানুষ কি খোদার মোকাবিলা করিতে পারিবে? তুচ্ছ বিন্দু কি খোদাতায়ালার ইরাদা ও সংকল্প সমূহকে রদ করিতে পারিবে? নশ্বর আদম-সন্তানের পরিকল্পনাসমূহ কি এলাহী হুকুমসমূহকে ব্যর্থ ও হেয় প্রতিপন্ন করিতে সক্ষম হইবে? হে শ্রবণকারীগণ! শুন, হে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ! প্রণিধান কর, এবং স্মরণ রাখ যে, সত্য প্রকাশিত হইবে এবং সেই যে প্রকৃত জ্যোতি উহা উদ্দীপ্ত ও উদ্ভাসিত হইবে।"

(তবলীগে রেসালত, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৯)

অনুবাদঃ মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ (সদর মুরুব্বী)

কলরব ধ্বনি উঠিবে যবে, ঘোর হতে সবার, রোজ হাশরে।
তব প্রশংসা মুখর সরব গোর খানি, পরিচয় দিবে মোর সবার মাঝারে॥
[আরবী দুররে সমীন] —হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

ঈমান বর্ধক ভাষণ

সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

ইসলামের প্রচার ও প্রাধান্য বিস্তারের বিশ্বব্যাপী অভিযানে

কতিপয় অভিনব সাফল্যের সুসংবাদ

বৃহস্পতিবার দিনটি পাকিস্তানে বসবাসকারী বহু আহ্‌মদীর জন্য ঈদের দিনের মত হইয়া থাকে কেননা এই দিনে তাহাদের মহান নেতা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ)-এর সহিত সাক্ষৎকারের জন্য নির্দিষ্ট। সেই দিনে প্রাইভেট সেক্রেটারী সাহেবের দপ্তরের চৌহদ্দিতে বিরাট লোকসমাগম ও রওনক পরিদৃষ্ট হয়। দেশের আনাচ-কানাচ হইতে তাহাদের ইমামের এক ঝলক দর্শন লাভ, তাঁহাদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে তাঁহার পরামর্শ এবং দোয়া লাভ অথবা তাঁহার তত্ত্বপূর্ণ অমৃতবাণী শ্রবনের উদ্দেশ্যে একত্র হন। তাঁহারা সকাল আট ঘটিকায় উপস্থিত হইয়া দপ্তরে বসিয়া যান এবং নিজেদের নাম লিখাইয়া দেন। হুজুর (আইঃ) প্রথমে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ দান করেন। তারপর জামাত বা এলাকা ওয়ারী সমষ্টিগতরূপে সাক্ষাৎ" অনুষ্ঠিত হয়—যেন এক আধ্যাত্মিক পিতা তাঁহার সন্তানদের সহিত একটি একান্তভাবে আনুষ্ঠিকতাশুন্য প্রাণ ঢালা ঘরোয়া আলাপ-আলোচনার মজলিসে মিলিত হন। উহাতে হুজুর আইঃ) সরল-সহজ ভঙ্গীতে মা'রেফত ও তত্ত্বজ্ঞানের ধনভাণ্ডার বিতরণ করেন।

৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৯ ইং বৃহস্পতিবার আগ্রহভরা দর্শকবৃন্দের একটা বিরাট গণসমাবেশ ছিল। প্রাইভেট সেক্রেটারী সাহেবের দপ্তরের লনে শামিয়ানা টাঙ্গানো ছিল। উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী চ্যায়ারে বসিয়া সাক্ষাতের জন্য নিজ নিজ পালার অপেক্ষা রত ছিলেন। আজ হুজুর দুইটি সম্মিলিত সাক্ষাৎকার দান করেন। একটিতে বিভিন্ন জায়গার বন্ধুগণ ছিলেন। আর একটিতে জিলা শেখুপুরার জামাত ছিল।

হুজুরের বক্তব্যসমূহ সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া গেল। হুজুর (আইঃ) বলেন :

"দুই দিন হইতে আমার জ্বর হইতেছে। এখনও বড় দুর্বলতা বোধ হইতেছে। আপনারা ডাকিয়াছেন। সেইজন্য আসিয়া গেলাম। নতুবা আমার বিছানায় শায়িত অবস্থায় থাকা উচিত ছিল।"

একজন মুখলেস বন্ধু নিবেদন করিলেন, 'আমরা তো শুধু চাই, যেন হুজুর দুই এক মিনিটের জন্য হইলেও একটি বার আমাদের কাছে আসেন।' ইহা যেন সকলেরই অন্তরের কথা ছিল। বন্ধুগণ তাঁহাদের ইমামের প্রতিটি শব্দ অন্তরের অন্তঃস্থলে ঢালিয়া নেওয়ার জন্য তন্ময় হইয়া শ্রবণরত ছিলেন। আমার কাছেই একজন বৃদ্ধ-প্রবীণ বুযুর্গ বসা ছিলেন।

হুজুর হইতে তাঁহার ব্যবধান মাত্র কয়েক ফুটের। হুজুর অসুস্থতা বশতঃ খুবই ক্ষীণস্বরে কথা বলিতেছিলেন। প্রথমে তো সেই বুজুর্গ হুজুরের দিকে ঝুঁকিয়া কথা শুনিতে থাকিলেন তারপর একটু সম্মুখে অগ্রসর হইলেন। তবুও যখন তাঁহার দুর্বল শ্রবণ-শক্তি স্বস্তি লাভ করিতে পারিল না তখন তিনি সরিতে সরিতে একেবারে হুজুরের পায়ের নিকট আসিয়া পড়িলেন। আমার পিছনে বসা লোকজন হুজুরের এরশাদাবলী শ্রবণের জন্য আমার উপরে ভর জমাইতে ছিলেন। মোট কথা, রুহানী আস্বাদ ও আবেগের এক কল্পনাতীত দৃশ্য ছিল। হুজুর বলেন :

""আল্লাহ্‌তায়ালা জামাতের উপরে এতই ফজল করেন যে আমাদের সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌তায়ালার হাম্‌দ (প্রশংসা) করা উচিত। দুই চারটি সুখবর আছে। তাহা আমি জামাতকে শুনাইতেছি। আমাদের শতবার্ষিকী পরিকল্পনাধীনে বহির্দেশে কয়েকটি নূতন মিশন (ইসলামের প্রচার-কেন্দ্র) খোলার প্রোগ্রাম ছিল। ইউরোপের কয়েকটি দেশে এখনও আমাদের মিশন নাই। নামাজ পড়ার জন্যও কোন স্থান নাই। আহ্‌মদীরা তাহাদের ঘরেই নামাজ আদায় করেন। আমরা চাই যেন একটা গৃহ বা কক্ষই এরূপ হয় যেখানে জামাতের বন্ধুগণ একত্র হইতে পারেন।

ইউরোপে তিনটি দেশ আছে যেগুলিকে একত্রে স্কেণ্ডেনেভিয়েন দেশপুঞ্জ বলা হয়। এই দেশগুলি হইল ডেনমার্ক, সুইডেন ও নরওয়ে। ডেনমার্কে মিশন কায়েম আছে। একটি বড়ই সুন্দর মসজিদ রহিয়াছে। সেখানে প্রচুর (তবলীগে-ইসলামের) কাজ চলিতেছে। অনেক শিক্ষিত লোক খৃষ্ট-ধর্ম ছাড়িয়া মুসলমান হইতেছেন। অত্যন্ত কর্মঠ ও উদ্যোগশীল লোক। সেখানে আলোচনা সভা, সাক্ষাৎকার ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হইতেছে। মোট কথা, অনেক কাজ হইতেছে। ডেনমার্কের মসাজিদ এত সুন্দর যে, যে সকল পর্যটক সেখানে কোপনহেগেন শহর দেখিতে আসেন, সেখানকার পর্যটন-দপ্তর এই শহরের বিশেষ বিশেষ দর্শনীয় স্থান সমূহের যে তালিকা পর্যটকদের সরবরাহ করিয়া থাকে উহার মধ্যে আমাদের মসজিদটিও শামিল রহিয়াছে।

ইহার সঙ্গে সুইডেন দেশ; ইহার সমুদ্রতীরে গোটনবার্গ নামে একটি শহর আছে। আল্লাহ্‌-তায়ালা এরূপ ব্যবস্থা করিলেন যে, ১৯৭৫ সালে দেড়-পৌণে দুই একর জমীন একটি পাহাড়ের চূড়ায় আমরা পাইয়া গেলাম। বুঝি না, এই জায়গাটি কেন খালি পড়িয়া ছিল? সেখানে ময়দান (সমতল ভূমি) কোথাও ছিল না; বড় বড় চটুল পর্বত মালা ছিল। এ জায়গাটি আল্লাহ্‌ তায়ালা আমাদের জন্য রাখিয়া দিয়াছিলেন। সেখানে একেবারে চূড়ার উপরে ১৯৭৪ইং সনে আমি মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করি। আমি সেই সময় শক্ত অসুখ পড়িয়াছিলাম—আমার মূত্রাশয়ে কঠিন পীড়া ছিল। উহার চিকিৎসার জন্য আমি গিয়াছিলাম। ১৯৭৬ইং সনে আমি সেই মসজিদের উদ্বোধন করি। এই মসজিদ হইতে গোটা শহরটা দেখা যায়—বড় সুন্দর শহর—উহার দৃশ্য লাভ করা যায়।

নরওয়েতে বেশ বড় জামাত কায়েম হইয়াছে। বহিরাগত যথেষ্ট লোক সেখানে গিয়াছেন। এখানে বেশ কিছু কাল হইতে তাঁহারা চেষ্টা করিতেছিলেন ভাল একটি জায়গা পাওয়ার জন্য। কিন্তু জমীন বড় চড়া দরে পাওয়া যাইতেছিল। তখন এত টাকাও ছিল না। ইউরোপের এগুলি ছোট ছোট দেশ, কিন্তু সেখানেও জার্মানী এবং ফ্রান্সের ন্যায় দুর্মূল্য অধিক হইয়া পড়িয়াছে। এদেশ সমূহ পরস্পর যুদ্ধও করে না, তথাপি দুর্মূল্য অনেক। সেখান হইতে পত্র আসিয়াছে যে, পনের লক্ষ ক্রুনায়—আমার ধারণায় পাকিস্তানী দুই টাকার কিছু বেশীতে এক ক্রুনা হয় অর্থাৎ প্রায় ত্রিশ-পায়ত্রিশ লাখ টাকা মূল্যে একটি গৃহ পাওয়া যাইতেছে। এক বিঘা পরিমাণ ভূমিতে অর্ধ বিঘা জায়গা খালি আছে, যেখানে পরে মসজিদ নির্মাণ করা যাইবে। আর অর্ধ বিঘায় দুইটি বড় বড় রুম আছে যেগুলিকে মসজিদ এবং লাইব্রেরী হিসাবে ব্যবহার করার পর দুইটি পরিবার পৃথক পৃথক বাস করিতে পারিবে। প্রথমে ইহা ক্রয় করার দিকে প্রবৃত্তি হইতে ছিলন কিন্তু এখন ঐ জায়গাটি ক্রয় করার ফায়সালা করিয়াছি। কিন্তু উহাতে আপনাদের অর্থাৎ আমাদের পাকিস্তানের জামাত সমূহকে একটি কানা-কড়িও দিতে হইবে না। অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কারণে এমনিতেই প্রতিবন্ধকতা আছে—সরকারের পক্ষ হইতে বাধ-নিষেধ আরোপ করা আছে, কোন টাকা পয়সা যেন বাহিরে না যাইতে পারে। টাকা পয়সা যাওয়া সম্ভবই নয়। সুতরাং আর্থিক দিক দিয়া আপনাদের কোন অংশ থাকিবে ন। কিন্তু আপনাদের দোওয়ার অংশ সেই অনুপাতে অধিক হওয়া উচিত।

গতকাল আমি একটি ঘন্টা ব্যয় করিয়া ইউরোপ এবং অন্যান্য জামাতের শতবার্ষিকী জুবলীর চাঁদার হিসাব নিকাশ করিয়াছি। তাহাতে আমি জানিতে পরিলাম, এক একটি দেশে এত টাকা সংগ্রহ হইয়াছে যে, উহা একাই ত্রিশলাখ টাকা দিতে পারে। কিন্তু এত বোঝা একা উহার উপরে আমি ন্যাস্ত করিতে চাই না। সেজন্য সিদ্ধান্ত এই গ্রহণ করিয়াছি যে, তিনটি দেশের উপর বেশী বোঝা আর বাকী তিনটি দেশের উপর আনুপাতিকভাবে কিছু কম বোঝা ন্যাস্ত করিয়া ঐ জায়গাটি ক্রয় করা হইবে, ইনশাআল্লাহ। খোদা করুন যেন উহা বিক্রয় না হইয়া গিয়া থাকে। কেননা সংবাদ পাওয়ার পর কিছু কাল অতিক্রান্ত হইয়াছে। ইহা কত বড় ফজল আল্লাহ্‌তায়ালার যিনি এরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। এক সময়ে জামাতের অবস্থা ছিল যে, হল্যাণ্ডে মসজিদ নির্মাণের ব্যাপার ছিল। জামাত গরীব ছিল। তাহা সত্বেও উহার পুরুষগণ কুরবানী দিয়া যাইতেছিল। হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) তাহাদের কুরবানী দেখিয়া মনস্থ করিলেন পুরষদের নিকট আপিল না করার। সুতরাং হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) স্ত্রীলোকদের আহ্বান জানাইলেন যে, হল্যাণ্ডে মসজিদ বানাইতে হইবে, চাঁদা দাও। সুতরাং আমাদের নববিবাহিতা যুবতী কন্যারা তাহাদের অলঙ্কার আনিয়া উপস্থিত করিল এবং উপমহাদেপের সকল আহ্‌মদী মহিলারা গহনা বিক্রয় করিয়া হল্যাণ্ডের মসজিদ তৈরী করিল। অত্যন্ত সুন্দর মসজিদটি। ঐ সময় সোনার মূল্য কম ছিল কিন্তু মজুরী, জিনিষ

পত্রের মূল্য ও অন্যান্য ব্যয়ভারও কম ছিল। বোধ হয়, সর্বমোট চার-পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ আসিয়াছিল। কিন্তু এখন ইউরোপে দুর্মূল্য বাড়িয়া গিয়াছে কিন্তু দুনিয়াতে যতই দুর্মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার তুলনায় খোদাতায়ালার ফজল এই জামাতের উপর ততই অধিকতর বর্ষিত হইয়াছে। সেই সময় জামাতের পক্ষে চার লাখ টাকা দেওয়াও দুষ্কর ব্যাপার ছিল সেইজন্য মহিলাগনের নিকট আপিল করা হইয়াছিল কিন্তু আজ আপনাদের নিকট এত টাকা জমা আছে যে আপনাদিগকে একটি পয়সাও দিতে হইবে না। আমরা ইউরোপকে বলিয়া দিয়াছি যে নিজেদের বোঝা তোমরা নিজেরা বহণ কর। কেননা এখন না পুরুষরা টাকা পাঠাইতে পারে, না মহিলারা। আইনগত প্রতিবন্ধকতা রহিয়াছে। কিন্তু আইনের বাধা-নিষেধ তো জমীনের উপরই সীমিত। আপনাদেরকে আসমানে পাড়ি দিতে হইবে—দোওয়া করিতে হইবে যেন আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার ফজল ও করমে (ان شاء الله) তাঁহার এই গৃহে বরকত দান করেন এবং তাঁহার এবং মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নাম বিস্তারে এই মসজিদ এবং মিশন হাউস (প্রচার-কেন্দ্র) সমূহ সক্রিয় ভূমিকা পালন করিতে পারে এবং ইসলাম বিস্তারের কারণ হয়।

সুতরাং সুখবর এই যে, নরওয়েতে খোদাতায়ালা আমাদের জামাতকে, যাহা একটি গরীব জামাত, সারা জগত জুড়িয়া বিরাজমান অর্থনৈতিক অবক্ষয় ও সংকটাবলী সত্বেও এই জায়গাটি ক্রয় করার তওফিক দান করিয়াছেন। আমরা যদি অন্য কোন কারণে অস্বীকার করিয়া দেই তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা কিন্তু এ কারণে অস্বীকার করিব না যে টাকা নাই। আল্লাহ্‌র ফজল রহিয়াছে।

আর যে সকল দেশ অবশিষ্ট আছে তাহা হইল ফ্রান্স, বেলজিয়েম, স্পেন এবং ইটালী। আমারা সমগ্র ইউরোপের সকল দেশে মসজিদ স্থাপন করিতে চাই। যে কাজই শুরু কর—কর্ম-তৎপরতায় বরকত রহিয়াছে—খোদাতায়ালা নিজে উহাতে বরকত দান করেন। ফ্রান্সএবং বেলজিয়ামে এক বৎসরের মধ্যেই মিশন কায়েম হইয়া যাইবে, ইনশাআল্লাহ্‌। তার-পর যেমন, স্পেন আছে। বলা হইত যে সেখানে মিশন কায়েম হইতে পারে না। আমি দুই বৎসর পূর্বে বলিয়াছিলাম যে, ইহা ইউরোপের অত্যন্ত ধনী এলাকা। যখনই কোন এক মোকামে কল-কারখানা স্থাপিত হয়, তখনই সেখানে দাম বাড়িয়া যায় কিন্তু যে অন্য জায়গা হইতে লোকজন উঠিয়া কল-কারখানার মোকামে আসিয়া যায়, তাহাতে ঐ জায়গার দাম নামিয়া আসে। চাহিদা কম, দাম কম—ইহা অর্থনীতির নিয়ম। আমি মুবাল্লেগ গণকে বলিলাম, আপনারা মেডরিড ইত্যাদির পিছনে পড়িয়া আছেন, সেখানে সস্তায় জমীন পাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং আমাদের একজন মুবাল্লেগ, মেডরিডের প্রতি যিনি এত অনুরক্ত নন, করডাভার নিকটে তিনি এক খণ্ড জমীনের সন্ধান লাভ করিয়াছেন সাত হাজার পাউণ্ড মূল্যে। পূর্বে তাহারা বলিতেন যে, সত্তর-আশি হাজার পাউণ্ডের কমে জায়গা পাওয়া যাইতে পারে না। ঐ জায়গাটি করডভা হইতে ত্রিশ-পয়ত্রিশ মাইল দুরে অবস্থিত।

ফ্রান্স হইতে রিপোর্ট আসিতেছে যে, কাজ শুরু হইয়া গিয়াছে। এখন ফয়সালা এই করিতে হইবে যে, মিশন কায়েম করার জন্য কোন্ জায়গাটি সমীচীন হইবে। সেখানেও ইনশাআল্লাহ্ শীঘ্র মিশন কায়েম হইয়া যাইবে। ফ্রেঞ্চ ভাষা বলিতে পারেন এরূপ মুবাল্লেগ গণ তৈয়ার হইতেছেন। মুবাল্লিগদের বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। নরওয়ে, ডেনমার্ক এবং সুইডেনে মুবাল্লিগগণ সেখানকার ভাষায় কথা বলেন। যোগোস্লাভিয়েন ভাষা শিখার জন্য আমরা এক নওজোয়ান মুবাল্লিগকে জার্মেয়ার পরীক্ষা পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে পাঠাইয়া দেই। আমরা খোদাতায়ালার শোকর আদায় করিয়া শেষ করিতে পারি না, এক বাচ্চাকে আমরা পাঠাই—যোগোস্লাভিয়া একটি কমিউনিষ্ট দেশ, বহু প্রকার বাধা-বিঘ্ন—সে ওখানে আল্বানী ভাষার পরীক্ষা বি, এ, ডিগ্রীর পর্যায়ে পাশ করিয়াছে, এখন এম, এ, পড়িতেছে। সুইটজারল্যাণ্ডে আলবানী ভাষাভাষি অনেক লোক বাস করে যাহারা কল-কারখানা এবং অন্যান্য স্থানে কাজ করে। আমাদের সুইটজারল্যাণ্ড মিশন একটি নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা করে। উহাতে পনের-বিশজন আলবানী ভষাবাষী ব্যক্তিকে আমন্ত্রন করে। আমাদের সেই মুবাল্লিগ যিনি আলবানী ভাষায় এম, এ, করিতেছেন, তাঁহাদের সহিত তিনি তাহাদের ভাষায় কথা-বার্তা শুরু করেন। দুই-তিন ঘন্টা ব্যাপী কথা-বার্ত্তা চলিতে থাকে। উহার পর তাহাদের মধ্য হইতে একব্যক্তি যিনি আলবানী ভাষার একজন শীর্ষস্থানীয় বিশেষজ্ঞ ছিলেন তিনি আমাদের সুইটজায়ল্যাণ্ডের মুবাল্লিগকে জানান যে, তিনি তাঁহার সারা জীবনে আজ পর্যন্ত কোন অপর ভাষাভাষী বিদেশীকে এত উত্তম আলবানী ভাষায় কথা বলিতে শুনেন নাই। ইহা খোদাতায়ালার ফজল। যোগোস্লাভিয়ায় দুইটি ভাষা বলা হয়। মুসলমানদের মধ্যে আলবানী ভাষা প্রচলিত এবং অপর অংশে আর একটি ভাষা বলা হয়। বলা হইল, ঐ মুবাল্লিগকে সেই ভাষাও শিখান হউক। আমি বলিলাম, না, আগামী বৎসর আর একজনকে পাঠাইব।

বেলজিয়েমে ফ্রেঞ্চ ভাষাভাষীরা বাস করে। যখন সেখানে মিশন খোলা হইবে, তখন সেখানকার ভাষা যাহারা জানে তাহাদিগকে সেখানে রাখা হইবে। বেলজিয়েমে একজন আহমদী এক ক্যাথলিক মেয়ের সহিত বিবাহ করেন। যে মেয়েকে তিনি বিবাহ করেন সে তাহার পিতার একমাত্র সন্তান। পিতা অনেক বড় জমিদার। সেই মেয়ের এখন পর্যন্ত কোন সন্তান হয় নাই। বিবাহ হইয়া পাঁচ বৎসর হইয়া গিয়াছে। মেয়ের পিতাও চিন্তিত যে মেয়ের যদি সন্তান না হয় তাহা হইলে সমস্ত সম্পত্তি এই পরিবারের হাত হইতে চলিয়া যাইবে। সেই ক্যাথলিক মেয়েটি তাহার স্বামীর পত্রের সহিত আমাকে দোওয়ার জন্য পত্র লিখিয়াছে; আমার মনের মধ্যে উদ্রেক হইয়াছে, (কার্য-সম্পাদনকারী তো আল্লাহতায়ালা, এ সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান করিয়াছি) তাহাকে একথা বলিব যে যদি তোমরা দুই এক বিঘা জমিন ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে দান কর তাহা হইলে খোদাতায়ালার নিকট আশা আছে যে, তিনি আমার দোওয়া কবুল করিবেন। যদি তাহা হইয়া যায়, তাহা হইলে সে খানে মিশন কায়েম করা হইবে, ইনশাআল্লাহ্।

ইটালীতেও আমি চেষ্টা করিয়াছিলাম এবং বলিয়াছিলাম যে, আমি রোমে মসজিদ বানাইব না। রোমে সেই সব লোক মসজিদ বানাইবে যাহাদের কাছে টাকা আছে এবং যাহারা বলিবে যে আমরা দশ কোটি টাকা খরচে এত বড় মসজিদ বানাইব যাহার এতগুলি মেহ্‌রাব হইবে এবং এত সুন্দর মসজিদ হইবে। আমার ইহা দরকার নাই। ইটালীর যে উত্তর-পশ্চিম অংশ আছে উহাতে লাভ এই যে, উহা যোগশ্লাভিয়ার সঙ্গে মিলিত। উহার সঙ্গে হেঙ্গেরী এবং অষ্টিয়া রহিয়াছে। আমি বলিয়াছি যে সেখানে একটি গ্রামে জমীন লও। সেখানে আমাদের একটি মরকজ (হেড কোয়ার্টার) কায়েম হইয়া যাইবে। সেখান হইতে একজন মুবাল্লিগ সকালে যোগশ্লাভিয়া যাইয়া সন্ধ্যায় ফিরিয়া আসিতে পারিবে। এত নিকটে। আমাদের সামনে তো (মদিনাহ্) মসজিদ-নবভীর দৃষ্টান্ত রহিয়াছে, যাহার ছাদ খিজুরের কাণ্ড ও পাতার দ্বারা ছাওয়া হইয়াছিল। এবং সাহাবারা বর্ণনা করিয়াছেন যে, 'যখন বৃষ্টি হইত এবং আমরা সেজদা করিতাম, তখন নাক এবং কপালে কাদা লাগিয়া যাইত।' হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সেই সময়ে খোদাতায়ালার উপর ভরসা করিয়া মদিনায় ঐ মসজিদটি বানাইয়া ছিলেন এবং সেই মসজিদে কয়েক মাস ব্যাপী দুই সাঁড়িও পূর্ণ হইত না সেই সময় উহার আয়াতন বড়ই ছিল কিন্তু সেই মসজিদটিও পরবর্তীতে খাঁটো সাব্যস্ত হইল। যখন আমরা (রাবওয়ায়) মসজিদে-আকসা বানাইয়াছিলাম, তখন মানুষে বলিয়াছিল যে, অনেক বড় হইয়া গিয়াছে। এখন তো ইহার মধ্য হইতেও মুছল্লীগণ বাহিরে ছড়াইয়া পড়েন, ইহাতে তাহাদের সঙ্কুলান হয় না। যখন আহ্‌মদীগণ খোদা-তায়ালার দরবারে ঝুঁকিয়া দোওয়া চাহিবে, উহাতে খোদার রহমতের উপকরণ সৃষ্টি হইয়া যাইবে, ইনশাআল্লাহ্।

জামাতের প্রচেষ্টায় ইউরোপে বিরাট বিপ্লব সৃষ্টি হইয়াছে। কোন সময়ে পাদ্রীর সমগ্র ইউরোপ ব্যাপী ইহা প্রচার করিয়াছিল যে, (নাযুবিল্লাহ) তলোয়ারের জোরে ইসলাম বিস্তার লাভ করিয়াছে। ইহার অর্থ এই ছিল যে, ইসলামের নিকট দলিল-প্রমাণ নাই, ইসলামের মধ্যে ইহ্‌সান ও কল্যাণের শক্তি নাই, উহার শিক্ষার মধ্যে সৌন্দর্য ও আকর্ষণ-শক্তি নাই, আলো নাই যাহা মানবহৃদয়কে আলোকোজ্জল করিতে পারে; শুধু তরবারী আছে। এক সময়ে তরবারী ছিল, যদ্বারা উহার প্রচার হইয়াছে ইত্যাদি, ইত্যাদি আমার খেলাফত কালে আমি যখন প্রথমবার ইউরোপের সফরে যাই তখন আমাকে দুইবার এই প্রশ্ন করা হয় যে, আপনি আমাদের দেশে কিরূপে ইসলাম বিস্তার দান করিবেন? সেই সাংবাদিকের এই জিজ্ঞাসার অর্থ এই ছিল যে, ইসলাম তো তলোয়ারের বলে বিস্তার লাভ করিয়াছে। তলোয়ার তো আমরা কাড়িয়া নিয়াছি। এখন বলুন, কিরূপে ইসলাম বিস্তার দান করিবেন? আমি বলিয়াছিলাম যে 'আমরা পিয়ার ও প্রীতির দ্বারা আপনাদের মন জয় করিব।' বিজলীর কারেন্ট যেমন লাগে তেমনি সেই সংবাদিক এ কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিল। অতঃপর আমি বিশ্লেষণ করিয়া জানাইলাম যে, ইসলামের শিক্ষা এই। ইসলামকে তো আপনারা বুঝেন না, আবার আপত্তি

উত্থাপন করেন। সেই এক জামানা ছিল, ১৯২৪ইং সনে লণ্ডনে যখন মসজিদ তৈরী হইল তখন সার ইউরোপে ইসলামের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষভাব বিস্তৃত ছিল। এখন ধীরে ধীরে এরূপ জামানা আসিয়াছে যে, বড় গবেষক যাহারা আছেন তাহাদের অধিকাংশ সসম্মানে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নাম উচ্চারণ করেন। পূর্বে তো তাহারা সীমা ছাড়া গাল-মন্দ বকিত। অক্সফোর্ডে আমি যখন পড়া-শুনা করিতাম তখন আমি এক ইংরেজ বন্ধুর সহিত ইসলামের উপর কথা-বার্তা শুরু করি, এবং আমার ধারণা ছিল যে, দুই-চার বার তাহার সহিত আরও কথা হইলেই তাহার উপর ভাল প্রভাব পড়িবে। ইহার পর তাহাকে কেহ বলিল যে, পাদ্রী মারগুইথের লিটারেচার পাঠ কর। উহা বড়ই পূতি-দুর্গন্ধময় লিটারেচার—অত্যন্ত গাল-মন্দে ভরা। অতঃপর পাঁচ-ছয় দিন পর্যন্ত সেই ছেলের আমি আর দেখা পাইলাম না। একদিন তাহার দেখা পাইয়া তাহার কাছে গেলাম কিন্তু সে সি। মুখে কথা বলিল না। আমি অনুসন্ধান করিলাম তখন জানিতে পারিলাম যে সে মারগুইথের বই পড়িয়াছে, যাহা সর্বোত মিথ্যার আকর। হুজুর (সাঃ)-এর মোকাম ও মর্যাদা এমনই যে, যুক্তির কষ্টি-পাথরে এরূপ মোকাম ও মর্যাদায় উপনীত ব্যক্তিকে গাল-মন্দ দেওয়া যায় না। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকে যিনি এত ভালবাসিলেন, যিনি জগতের জন্য পবিত্র কুরআনের আকারে সর্ব প্রকার সহানুভূতি ও হিতাকাঙ্খার পূর্ণ ব্যবস্থা দান করিয়াছেন, যিনি জগতের প্রতিটি মানুষের কল্যাণ ও সাফল্যের উপকরণ সৃষ্টি করিলেন—কেহ ইসলাম গ্রহণ করুক বা না করুক, ইহা স্বতন্ত্র বিষয়, কিন্তু পরিতাপ, এরূপ ব্যক্তিকে গাল-মন্দ দেওয়া হইয়াছে। এখন আর সেই যুগ নাই। এখন তাহারা সহি ও সত্য ইসলামের সন্ধান লাভ করিয়াছে। এখন অবস্থা ও পরিস্থিতির পট পরিবর্তন হইয়াছে। সাংবাদিকগণ অত্যন্ত তেজ ও তুখার হইয়া থাকেন কিন্তু আমি আমার প্রেস কনফারেন্সগুলির পরে সংবাদিকদিগকে অশ্রুপাত করিয়া কাঁদিতে দেখিয়াছি। একজন সংবাদিক মহিলা বলিয়াছিল যে, ইসলামের এত সুন্দর শিক্ষা! কিন্তু আপনি এত দেরীতে কেন আসিলেন? এই শিক্ষা আমাদিগকে পূর্বে কেন জানান নাই?

হুজুর পরিশেষে বলেন: আজ আমি যে সকল সুখবর আপনাদিগকে শুনাইলাম এগুলি এই বৎসরের মধ্যেই পাওয়া গিয়াছে। খোদা মোবারক করুন। এখন আমি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, আমাকে অনুমতি দিন।" (আল-ফযল, তাং ১৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৯ইং)

অনুবাদ: আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ (সদর মুরুব্বী)

"আল্লাহর রজ্জুকে জামাতবদ্ধভাবে আকড়াইয়া ধর এবং বিভেদ সৃষ্টি করিও না"— আল-কুরআন

সানডে টেলিগ্রাফ রিপোর্ট—

খৃষ্টের সমাধি কি কাশ্মীরে ?

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তাদের কথাই যদি সঠিক হয়, তাহলে দু'টো জিনিস অবশ্যই মানতে হয়। **প্রথমতঃ** যীশু যদি সত্যি সত্যিই শ্রীনগরের একটি রাস্তার এক পাশে সমাধিস্থ থেকেই থাকেন, তাহলে নিশ্চয়ই তিনি জেরুশালেমে মারাও যাননি, পুনরুত্থিতও হননি। দ্বিতীয়তঃ, তিনি যদি ক্রুশের যন্ত্রনা থেকে রেহাই পেয়ে থাকেন, এবং যেমন দাবী হচ্ছে যে, মৃত্যু ঘটার পূর্বেই তিনি হুঁশ ফিরে পান, তাহলে আমাদের স্বীকার করতেই হয় যে, তিনি পূর্বদিকে রওয়ানা হয়ে কাশ্মীর উপত্যকায় এসে পৌঁচেছিলেন এবং এখানেই বহু বছর পরে স্বাভাবিক-মৃত্যু বরণ করেন।

গোঁড়া খ্রীষ্টানদের কাছে এ দু'টো ব্যাপারই সরাসরি ঈশ্বর-নিন্দা না হলেও, অবান্তর বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু, সেই সঙ্গে কিছু সংখ্যক খ্রীষ্টানও আছেন যাঁরা অপেক্ষাকৃত কম গোঁড়া এবং যারা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে এই বিতর্ক করে যাচ্ছেন যে ক্রুশবিদ্ধ-করা ও পুনরুত্থানের ঘটনায় তবে আসলে কি ঘটেছিল? সাম্প্রতিক কালে এই বিতর্ক বেশ সরগরম হয়ে উঠেছে। ধন্যবাদ সেই সব স্বীকৃত বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে যা টুরিনে রক্ষিত তথাকথিত পবিত্র কাফনটির সঠিকত্ব নিরূপনের নিমিত্ত প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। ক্রুশ থেকে নামানোর পর এই কাফনটি দিয়েই যদি যীশুকে জড়ানো হয়ে থাকে, তবে এথেকেই প্রমাণিত হতে পারবে যে, সেই অবস্থায় তাঁর রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া সচল ছিল। রক্ত পাম্প করে ক্ষতস্থান দিয়ে বইয়ে দেওয়ার মত সুস্থ সামর্থ একটা হৃৎপিণ্ড থেকে এবং কাফনের রক্তের দাগ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, তিনি আধুনিক ক্লিনিক্যাল টার্মে 'জীবিত' ছিলেন। আহ্‌মদী আন্দোলনের মুসলমানরা এবং অন্য যাঁরা বিশ্বাস করেন যে, সমাধিটা আসলে ঠিক, তারা বহু বছর ধরে চাচ্ছেন যে, খৃষ্টান ধর্মবিশ্বাসের এই ছিদ্রটির আওয়াজে সবাই কর্ণপাত করুক। তাঁদের কথাকে সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তাঁরা একটা জনসংযোগ ফার্মকে নিয়োজিত করেছেন, তাঁরা প্রেস কনফারেন্স করেছেন, এবং সকল প্রকারের আধুনিক জনসংযোগ পদ্ধতিকে ব্যবহার করছেন। কিন্তু তাঁরা এতটা করছেন কী উদ্দেশ্যে? আসলে তাঁরা কারা? কেন একটা কট্টর মুসলিম সম্প্রদায় পাকিস্তানের চলতি সকল বিশৃঙ্খলা উপেক্ষা করেই লণ্ডনে এসে তাঁদের মতামতকে সবলের কাছে তুলে ধরার জন্য এত সব করছে?

আহ্‌মদীয়া আন্দোলনের তাৎপর্য অনুধাবন করবার একটা হাল্কা উপায় হচ্ছে এই যে, তাঁদেরকে ইসলামের মধ্যে 'মরমনদের' (১৮৩০ এ নিউইয়র্কে প্রতিষ্ঠিত একটা নবীন ধর্ম-

সম্প্রদায়) অনুরূপ মনে করা। তবে এঁরা ধর্ম-প্রচারের ক্ষেত্রে দারুন উৎসাহী, এঁরা এঁদের মুসলিম বিশ্বাসের প্রচারকে দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দিচ্ছে। এঁরা এঁদের ঐ সকল তরুনদের মিশনারী তৎপরতার উপরে নির্ভর করতে পারেন, যারা জীবন ওয়াক্‌ফ করেছে আন্দোলনের জন্য। তাদেরকে ভরণ-পোষণের জন্য টাকা-কড়িও মন্দ দেওয়া হয় না।

প্রত্যেক সদস্যের মোট আয়ের ষোল ভাগের এক ভাগ চলে যায় আহ্‌মদীরা বায়তুল মাল ফাণ্ডে। অনেকেই আরও বেশী, এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত কোরবানী করে থাকেন। দেশে কিংবা দেশের বাইরে থাকেন এমন কিছু সংখ্যক বিত্তশালী পাকিস্তানীও এই আন্দোলনের সদস্য।

তাঁদের ধর্মবিশ্বাস বা আকিদা তাঁদেরকে তাঁদের আদি ধর্ম ইসলামের সঙ্গেও সংঘাতে ফেলেছে। পাকিস্তান সরকার তাদেরকে একটি অমুসলিম সম্প্রদায় বলে সরকারীভাবে ঘোষণা দিয়েছে। মক্কায় হজ্জ করতে যাওয়ার অধিকারও তাদের হরণ করা হয়েছে। তাঁরা দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও নির্যাতন-উদ্বাসনের শিকারে পরিণত হয়েছে। পাকিস্তানে দু'-দুটো ভয়াবহ আহ্‌মদী-বিরোধী দাঙ্গায় আহ্‌মদীদের দোকান-পাট, কল-কারখানা প্রভৃতি পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। অতি সম্প্রতি ১৯৭১ ও (১৯৭৪) এই আন্দোলনের সদস্যদেরকে হত্যা করা হয়েছে।

গোঁড়া মুসলমানদের ক্ষোভের কারণ হচ্ছে, আহ্‌মদী জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মীর্যা আহ্‌মদ (১৮৩৫-১৯০৮) নিজেকে আল্লাহ্‌র মানোনীত একজন নবী বলে দাবী করেন এবং "প্রতিশ্রুত মসিহ্‌" হিসাবে আখ্যায়িত হন। মুসলমানদের ধারণা মোহাম্মদ শেষ নবী। যে কেউ ঐরূপ দাবী করবে সে নিশ্চয়ই কাফের। আহ্‌মদীদের দাবী হচ্ছে,—এই মতবাদের সঙ্গে বস্তুতঃ কোন সংঘাত নেই; কেননা তাদের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবন ও শিক্ষায় এমন ভাবে বিলীন বা একীভূত হয়ে গিয়েছিলেন যে, তিনি রসুল করীম (সাঃ)-এর প্রতিবিম্ব হয়ে গিয়েছিলেন; পৃথক কোন সত্তাই বাকী ছিল না তাঁর। ব্যাপারটা ধর্মীয় মতবাদ সম্পর্কিত একটা অতি সুক্ষ্ম বিষয়।

অবশ্য এর পেছনে বিবাদের অন্য কারণও আছে। আহ্‌মদীরা ঈর্ষার পাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিজেদের মধ্যে শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের লক্ষ্য হচ্ছে শতকরা একশ' ভাগ। পাকিস্তানের মত দেশে এই দাবীটা একটা বিস্ময়কর ব্যাপার। প্রতিশ্রুতিশীল যে কোন আহ্‌মদী তরুনকে, তা সে যতই গরীব হোক না কেন, লেখা-পড়া শেষ করা পর্যন্ত যাবতীয় খরচ-পাতি দেওয়া হয়। তারা সকল ক্ষেত্রেই শীর্ষস্থান দখল করছে। ফলে, অনেক আহ্‌মদী বৃত্তি ও ব্যবসা বাণিজ্যে তাদের যাত্রাপথে অগ্রগতি অব্যাহত রাখছে; কাজেই এই পথেও তারা বিদ্বেষের মুখোমুখি হয়ে পড়ছে।

এই আন্দোলনের মধ্যে প্রগাঢ় সৌহার্দ ও আন্তরিকতাপূর্ণ পারিবারিক ঘনিষ্ঠতা বিদ্যমান আছে। বর্তমান নেতা, যাঁকে খলীফা বলা হয়, তিনি প্রতিষ্ঠাতার পৌত্র। প্রতিষ্ঠাতার পর যেহেতু তিনি তৃতীয় স্থলাভিষিক্ত সেহেতু তাঁকে বলা হয় তৃতীয় খলীফা। তাঁর পিতা

ছিলেন দ্বিতীয় খলীফা। তাঁর ছোট ভাই বিদেশী মিশন সমূহের বিভাগীয় প্রধান। শুধু এই বিভাগটিই একাই খরচ করে বছরে দু'কোটি 'রূপী'। এই ডিপার্টমেন্টের আওতায় আছে বিশ্বব্যাপী ৫৩৫টি মসজিদ, এবং কেবল পশ্চিম আফ্রিকাতেই আছে ১৮টি হাসপাতাল বা ক্লিনিক ও ১৭টি সেকেণ্ডারী স্কুল।

প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বাস করতেন যে, তাঁর মিশন হচ্ছে—দুনিয়াকে, তার দৃষ্টিতে খৃষ্টান ও মুসলিম উভয় জগতের মধ্যকার, আধ্যাত্মিক মূল্যবোধসমূহের ধ্বংস ও ভাঙ্গন থেকে পরিত্রাণ দান করা। তিনি তাঁর বাণীর প্রচার শুরু করেন ১৮৯০ সালে। তিনি এক জেহাদের ডাক দেন, অবশ্য তাঁর এই জেহাদ অস্ত্রের নয়—বাণীর। তিনি বহু গ্রন্থের প্রণেতা। আর অহ্‌মদীদের প্রায়রিটি লিষ্টে প্রিন্টিং প্রেস প্রভৃতির স্থান অনেক উচ্চে। ফরেন মিশন অফিস ২২টি মাসিক প্রকাশনী নিয়ন্ত্রণ করে। এগুলো প্রকাশিত হয় পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে। কোরআন অনুদিত হচ্ছে ডজন খানেক আধুনিক ভাষায় (এস্‌পেরান্টো—আন্তর্জাতিক ভাষা সহ), এই কাজটাকে এখনও অনেক মুসলমান ধর্মদ্রোহিতার কাজ বলেই বিশ্বাস করে থাকে।

নষ্ট করবার মত এতটুকু সময়ও হাতে নাই,—হাফেজ মির্যা নাসের আহ্‌মদ বলেন যে, আসছে পঁচিশ বছর চূড়ান্ত ক্রান্তিকাল।—একটি আধ্যাত্মিক বিপ্লব অত্যাসন্ন।

সম্রাটের আবাসভূমি এই বৃটেনেও একটি আহ্‌মদীয়া মসজিদ আছে ১৯২৪ থেকে। এটি দক্ষিণ-পশ্চিম লণ্ডনের গ্রীসেন হল রোডে অবস্থিত। সমগ্র বৃটেনে এর ছোট ছোট শাখা আছে এবং এর সদস্য সংখ্যা দশ হাজার। এই মসজিদের ঈমান মিঃ বি, এ, রফিক একজন মিষ্টি মানুষ, রুচিবান জানা শোনা মানুষ। তাঁর জমিদার পিতৃপুরুষরা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে বৃটীশের বিরুদ্ধে লড়াই করতেন। সে অঞ্চলের যাদেরকে আমরা নেটিভ লোক বলতে চাই, তাদের মধ্য থেকে এখনও পর্যন্ত অল্প লোকই দীক্ষা নিয়েছে।

রোজা, পরদা ও নামাজের কড়া অথরিটারিয়ান প্রশাসন দেখে মনে হয় কৃষ্টিগতভাবে এগুলো কোনমতেই এ্যাংলো স্যাক্সন মেজাজের সংগে খাপ খাবে না। কিন্তু, আহমদীরা মনে করে যে, বৃটেন তার আধ্যাত্মিক শূন্যতা পূরণ করবার জন্য একটা ধর্মমতের সন্ধান করবেই, এটা শুধু সময়ের প্রশ্ন মাত্র।

সেই সময় এসে যাচ্ছে বলেই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে বিশ্ববাসীদেরকে। "তোমরা নাকি তোমাদের চার্চ গুলিকে আসবার পত্রের ফ্যাক্টরী বানাচ্ছ, এটা কি সত্য?' কথাটা জিজ্ঞেস করেছিল একজন তরুন আহমদী আমাকে পাকিস্তানে। ফটোগ্রাফার জুনিয়ান কলদার ও আমি যখন বার্ষিক সম্মেলন দেখতে গিয়েছিলাম পাঞ্জাবে, তখন আমাদেরকে বার বার নবদীক্ষিত ভাবা হয়েছে এবং আমাদের দীক্ষা গ্রহণে ব্যাপারটাকে ইংলণ্ডের চার্চের আসন্ন পতনের ইংগিত বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। এজন্য হাজারো মানুষের সাথে কোলাকুলি করতে আমাদেরকে বার বার অতিষ্ঠ হয়ে বলতে হয়েছে যে, আমরা তো সংবাদিক।

বছরের কিছুটা সময় (যে সময়টাতে লাহোরে অত্যাধিক গরম পড়ে) গ্রীসেনহল রোডে বাস করেন কুটনীতিক ও আন্তর্জাতিক জুরিষ্টদের একজন অতিশয় স্বনামধন্য ব্যক্তি স্যার মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খান। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মিঃ জিন্নাহ তাঁকে বিদেশমন্ত্রী নিয়োজিত করেছিলেন ১৯৪৭ সালে। সেই দুরূহ বছরগুলোতে জাতিসংঘে পাকিস্তানী ডেলিগেশনের নেতৃত্ব করতেন তিনি। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের প্রেসিডেন্টও ছিলেন তিনি। এর পর তিনি হেগ-এ আন্তর্জাতিক আদালতে যোগ দেন—এবং এই আদালতের প্রেসিডেন্ট হন।

তাঁর বয়স এখন ৮৫। বেশ মসৃন চামড়ায় আবৃত তাঁর মুখমণ্ডল ও ললাট তাঁর উপর সর্বক্ষণ চাপানো থাকে একটি পুরনো ফ্যাশানের লাল ফেজ টুপী। পাকিস্তানের বর্তমান অন্ধকারাচ্ছন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার কথা উঠলে তাঁকে বিষন্নই দেখায়, যদিও তিনি দুনিয়াদারীর মঞ্চ থেকে সরে এসে আত্মনিয়োগ করেছেন ইসলামের খেদমতে। তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটালে নবী মোহাম্মদের (সাঃ) বিখ্যাত বাণীসমূহ থেকে মনে পড়ে একটি বাণী :

"তুমি যখন এমন কোন মানুষের দেখা পাও, যিনি দুনিয়ার কাজ-কর্ম থেকে বীতশ্রদ্ধ হয়ে মুখ ফিরায়ে নিয়েছেন, এবং খুব কম কথা বলেন, তবে তাঁর সঙ্গ কামনা করবে, কেননা তিনি জ্ঞান-প্রজ্ঞার অধিকারী।"

সম্প্রতি তিনি তাঁর জ্ঞান-প্রজ্ঞাকে নিয়োজিত রেখেছেন শ্রীনগরে সমাধিটির ব্যাপারে। তিনি বলেন, যীশু ক্রুশের উপরে ছিলেন মাত্র ঘন্টা ছয়েক। এই সময়টুকু তাঁর বয়সের ও অবস্থার একজন মানুষের মৃত্যু ঘটানোর পক্ষে যথেষ্ট ছিল না।

সুসমচারগুলির কোনটাতেই বলা হয়নি যে, যীশু 'মারা গেছেন' (যদিও নতুন ইংলিশ বাইবেলের আধুনিক অনুবাদকারীরা ঐ শব্দ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এটা তাঁর মতে একটা ভাষাতাত্ত্বিক মিথ্যা।) চারটি সুসমাচারের প্রত্যেকটিতেই যে শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করা হয়েছে তা হলো—"তিনি আত্মা ত্যাগ করলেন। —He gave up the Ghost," এবং মূলগ্রীক ভাষায় 'Ghost' এর প্রতিশব্দ হচ্ছে 'Pneuma'—(নিউমা)—এই কথাটি শ্বাস-প্রশ্বাস সম্পর্কিত। কাজেই ঐ শব্দগুচ্ছ দ্বারা যা বুঝাতে চাওয়া হয়েছে তা হলো, শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

সুসমাচারগুলির তিনটিতেই বলা আছে যে, সিরকা পান করতে দেওয়ার পরপরই যীশু আত্মা ত্যাগ করেন। স্যার জাফরুল্লাহ্ বলেন, "একজন স্বাস্থ্যবান মানুষের ক্ষেত্রেও শ্বাস-নালীতে সিরকা প্রবিষ্ট হলে সাংঘাতিকভাবে শ্বাস রোধকর খিঁচুনী শুরু হতে পারে। এই অবস্থা আরও বেশী খারাপ হতে পারে, যদি ঐ ব্যক্তির শরীর ক্লান্ত থাকে, অবসন্ন থাকে, এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ জড়িত তন্ত্রীগুলিও খিঁচুনী বা টান ধরার অবস্থায় থাকে।

"বৈজ্ঞানিক গবেষণার একটা মৌলক্রট এই যে, এক্ষেত্রে সিরকা পান করতে দেওয়াটাকে একটা নির্দোষ কাজ বলে ধরে নেওয়া হয়েছে যেন ঐ সিরকা ছিল শুধু পানির সিরকা। এটাকে ধরে নেওয়া হয়েছে একটা অনুগ্রহের কাজ বলে। ক্রুশে টাঙ্গান মানুষটিকে খাঁটি সিরকা পান করতে দেওয়ার অর্থ তো জল্লাদের সহকারীদের একটা ইচ্ছাকৃত বজ্জাতি।"

স্যার জাফরুল্লাহ্ মনে করেন যে, এই আকস্মিক শ্বাসরোধকর খিঁচুনীর দরুন হৃদয়ন্ত্রের ক্রিয়া থেমে যায়নি। "এই ধরনের বহু মারাত্মক শ্বাসরোধকর বা ফাঁপন লাগার ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, শ্বাস-প্রশ্বাস থেমে যাওয়ার পরেও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া সচল ছিল।" পন্টিরাস পীলাতের সহায়তাকারী প্রয়াসের জন্য ধন্যবাদ। "অরিমাথীয় যোসেফ ও একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক নীকদীম দেহটির হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছিলেন।" তারা একটা ঠাণ্ডা উন্মুক্ত জায়গায় (সমাধি গৃহ) মশলা-মুসব্বর প্রভৃতির প্রয়োগে যীশুকে সুস্থ করে তোলেন।

এসব কিছুর পরেও স্যার জাফরুল্লাহ্ জুরীর সামনে পারিপার্শ্বিক তথ্য-প্রমাণাদি পেশ করার পর ঠিক উকিলের ভঙ্গীতে আরও দু'একটা প্রশ্ন উত্থাপন করেন, "যদি তিনি মৃত্যুকে জয় করেই থাকেন এবং কবর থেকে উত্থিত হয়ে থাকেন, তাহলে তিনি জেরুজালেমের লোকদেরকে নিজেকে দেখালেন না কেন? কেন তিনি এত ব্যস্ততার সঙ্গে শহর ছেড়ে চলে গেলেন? কেন তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে দেখা করলেন লুকিয়ে গোপন স্থানে? কেন ইহুদীদের হাতে পুনরায় গ্রেফতার হওয়ার আশঙ্কায় দৃশ্যতঃ সকল সম্ভাব্য সতর্কতা অবলম্বন করলেন?"

কিন্তু তথাপি, এসব কিছুকে মেনে নিলেও (যা নাকি খ্রীষ্টানদেরকে তাদের বাইবেল এবং সাধারণ প্রার্থনা পুস্তককে অমান্য করতে বলছে) কথা থেকে যায় যে, যীশু কাশ্মীরে এলেন কেন? কি উদ্দেশ্যে? এ সম্পর্কে আহমদীদের জবাব হচ্ছে—"ইস্রায়েলীদের ১২টি গোত্রের মধ্যে দুইটি গোত্র ছিল জুদিয়ায়, যেখানে যীশু ক্রুশের ঘটনার পূর্ব পর্যন্ত জীবনের প্রায় সব সময়টাই কাটিয়েছেন।" স্যার জাফরুল্লাহ্ বলেন "তিনি নিজেই তো বলেছেন যে, তাঁকে ইস্রায়েলীদের অন্যসব গোত্রের কাছেও ধর্ম প্রচার করতে হবে। কোথায় ছিল তারা? ছিল সিরিয়া, ইরান, আফগানিস্থান, কাশ্মীর হয়ে উত্তর পূর্ব এশিয়ায়।"

এটা অবশ্য একটা নতুন ব্যাপার যে, এখনও গুজার নামক কাশ্মীরি পশুপালকদের একটা গোত্রকে দেখলে মনে হয়, যেন তারা কোন ছবিওয়ালা বাইবেলের ছবি থেকে কিংবা ধর্মীয় মহাকাব্য অবলম্বনে তৈরী হলিউডের কোন ছবি থেকে উঠে সোজা চলে এসেছে এখানে।

প্রাচীন সংস্কৃত এবং ফার্সি সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করছেন এমন সব পণ্ডিতরাও এই কাশ্মীর তত্ত্বটাকে সমর্থন করার সপক্ষে অনেক তথ্য-প্রমাণাদি আবিষ্কার করেছেন বলে দাবী করেন। কাশ্মীরের ভূতপূর্ব মহারাজার গ্রন্থাগারে 'ভরিষ্য মহা পুরান' নামে একটি পুস্তক ১১৫ খৃষ্টাব্দ থেকে রক্ষিত আছে। এতে উল্লেখ আছে যে, ৭৮ খৃষ্টাব্দে সালেওয়াহিন নামক জনৈক রাজা একজন 'সাধু পুরুষের' সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন, যাঁর গায়ের রঙ ছিল ফ্যাকাশে, পরনে ছিল শুভ্র বসন এবং তিনি উপবিষ্ট ছিলেন পর্বতের উপরে। তিনি বলেছিলেন, "আমাকে জান, আমি ঈশ্বরের পুত্র এবং কুমারী গর্ভজাত।"

তিনি তাঁর ধর্মের বয়ান দিয়েছেন এইভাবে, "প্রেম, সত্য এবং হৃদয়ের পবিত্রতা এবং আমার আখ্যা মসিহ।" ফার্সি ভাষায় লিখিত ঐতিহাসিক কুষ্টীগুলিতে বর্ণনা আছে, "একজন নবীর, যাঁর নাম ইউস আসফ, যিনি বহির্দেশ থেকে এসেছিলেন কাশ্মীরে, যিনি ত্যাগ-উপাসনা, খোদপ্রেম ধর্মভীরুতা প্রচার করতেন।" দাবী করা হচ্ছে যে, ইউস আসফ আসলে "একত্রকারী যীশুর" হিব্রুনাম।

অবশ্য এটাও উল্লেখ করা দরকার যে, গোড়া মুসলমানদের মধ্যে এমন অসংখ্য লোক আছেন যাঁরা ইউস আসফের সঙ্গে অথবা শ্রীনগরের মাজারের সঙ্গে যীশুর কোন প্রকার সম্পর্ক থাকাটাকে জোরেশোরেই অস্বীকার করেন। এদের মধ্যে শ্রীনগরে বসবাসকারী জনৈক হোটেল মালিক, কবিও, দাবী করেন যে, তিনি এমন একজন সত্যিকার মুসলিম ধর্মপ্রচারক ও নবীর বংশধর যিনি এখানে সমাহিত আছেন। এবং তিনি অভিযোগ করেন যে, আহমদী আন্দোলন যে এই মাজারের হুড়কা ধরে টানাটানি করছে, তা শুধু তাদের প্রচারণার একটা বিশাল চাতুরী।

মাজারটিতে যদি বৈজ্ঞানিক পন্থায় অনুসন্ধান চালানো যায়, তাহলে বহুকিছু জানা যাবে। কিন্তু, এর খোঁড়াখুড়ির বিরুদ্ধেই মত দিবে স্থানীয় মুসলিমরা। দালানটির ভেতরে মসৃণ পাথরের সমাধিটির অভ্যন্তরে কী যে আছে তা জানা নেই। এও জানার উপায় নেই যে, খাঁচ-কাটা দু'ফিট লম্বা এই আস্ত পাথর খণ্ডটির মূল কী। এর গায়ে যে সকল চিহ্ন আছে তা দেখলে মনে হয়, এগুলো চামড়া টেনে পেরেক গাঁড়ার ক্ষতচিহ্নের প্রতীক।

আহমদীরা বলে যে, শ্রীনগরের এই মাজার নিয়ে ততটুকু বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানই তারা চান যতটুকু হয়েছে সম্প্রতি টুরীনের সেই কাফন নিয়ে।

এই দুটো দেয়াল ভাঙ্গা ঢেঁকি-কল নিয়ে তারা খৃষ্টান জগতের দেয়ালসমূহ ভেঙ্গে দিতে চাচ্ছে আধুনিক প্রচার মাধ্যমের বদৌলতে যা সালাদ্দীন পারেননি শক্তির দ্বারা। এক্ষেত্রে সেই মাধ্যম হচ্ছে পছন্দযোগ্য আকর্ষণীয় আহমদীরা নিজেরাই; তাদের বাণীর মতই আগ্রহ সৃষ্টিকারী তারা। (টেলিগ্রাফ সানডে ম্যাগাজিন, লণ্ডন, জুন ৪, ১৯৭৮)

অনুবাদ : শাহ মুস্তাফিজুর রহমান।

বাইবেলে যীশুর খোদা বা খোদার-পুত্র হওয়ার দাবী অস্বীকার

"যিহুদীরা আবার তাঁহাকে মারিবার জন্য পাথর তুলিল। ... ...যীশু উত্তরে তাহাদের বলিলেন, তোমাদের শাস্ত্রে কি লেখা নাই, 'আমি বলিলাম, তোমরা ঈশ্বর' ? যাহাদের নিকটে ঈশ্বরের বাক্য উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাদের যদি তিনি ঈশ্বর বলিলেন—আর শাস্ত্র-বচন লোপ পাইতে পারে না (বাইবেলের আর এক বাংলা সংস্করণে আছে :—আর শাস্ত্রের খণ্ডন ত হইতে পারে না)—তবে পিতা যাহাকে পবিত্র বলিয়া এই জগতে প্রেরণ করিয়াছেন, তোমরা তাঁহাকে কেমন করিয়া এইভাবে বলিতে পার, তুমি ঈশ্বর-নিন্দা করিতেছ, যখন আমি বলিলাম, 'আমি ঈশ্বরের পুত্র' ?" (যোহন, ১০:৩১—৩৬)

"তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা যেমন সর্বগুণে পূর্ণ, তোমরাও তেমনই পূর্ণ হও।"
(মথি, ১০ : ৫:৪৮)

"এইভাবে যেন তোমরা আপনাদের স্বর্গস্থ পিতার সন্তান হও।" (মথি, ৫:৪৫)

"তিনি (ধর্ম-গুরুদের মধ্যে একজন) যীশুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ্ঞাগুলির মধ্যে কোনটি প্রধান ? যীশু তাঁহাকে উত্তর দিলেন, প্রধানটি এই,—'ইস্রায়েল, শুন, আমাদের প্রভু ঈশ্বর একমাত্র প্রভু, এবং তুমি তোমার অন্তঃকরণ, তোমার সমস্ত প্রাণ, তোমার সমস্ত মন ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়া তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম করিবে।' (মার্ক, ১২ : ২৮—২৯)

সংকলন : আহমদ সাদেক মাহমুদ

ঈদুল-আয্হার খোৎবা

হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

[১২ই নবুওত ১৩৫৭ হিঃ শাঃ মোতাবেক ১২ই নভেম্বর ১৯৭৯ ইং মসজিদ আকসা, রাবওয়া]

ঈদুল-আজহা হজ্ব-ব্রতের সহিত সম্পর্কিত, এবং হজ্বের সম্পর্ক এরূপ একটি কুরবানীর সহিত, যাহা চরম পর্যায়ের সাক্ষাৎ মহব্বতের মুখাপেক্ষী, এবং সেই মহব্বত সৃষ্টি হইতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না খোদাতায়ালার সত্তা ও তাঁহার গুণাবলীর মা'রেফত তথা সাক্ষাৎ তত্বজ্ঞান হাসিল হয়।

মানুষের উচিৎ সে যেন মা'রেফত হাসিলের পর নিজের গর্দান খোদাতায়ালার সামনে ঝুকাইয়া দেয় এবং তাঁহার সন্তোষেই সন্তুষ্ট থাকে।

—•—

তাশাহুদ ও তায়াওউয এবং সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর বলেন :

কুরবানীর ঈদের সহিত সর্বদাই আধ্যাত্মিকভাবে রহমত সুলভ বারিবর্ষণের সম্পর্ক থাকে। কখনও ঐ সম্পর্কটি দৃশ্যতঃ দেখাও যায়, যেমন আজ এই ক্ষেত্রেও দেখা যাইতেছে। আল্লাহ্তায়ালা আপন অনুগ্রহে আমাদিগকে জাগতিক বারিবর্ষণে ভূষিত করিয়াছেন। খোদা করুন, আমাদের কুরবানী সমূহ যেন তাঁহার সমীপে সর্বদা কবুল হইতে থাকে।

এই ঈদ যাহাকে বড় ঈদ বা ঈদুল-আয্হা অথবা কুরবানীর ঈদ বলা হয়, ইহা হজ্ব-ব্রতের সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত, যাহা প্রতি বৎসর মক্কা-মুকাররমায় পালন করা হয়, এবং এই হজ্ব-ব্রত পালন করা من استطاع اليه سبيلا অনুযায়ী প্রত্যেক সেই মুসলমানের উপর বাধ্যকর যে উহা পালনের সামর্থ রাখে। সামর্থের প্রশ্নে অনেকগুলি জিনিষ এবং অবস্থাবলী জড়িত রহিয়াছে এবং সেই বিষয়ে পূর্ববর্তীগণও পর্যালোচনা করিয়াছেন এবং আমাদের বিভিন্ন বক্তৃতা ও লিখায়ও সেগুলির উল্লেখ সচরাচর হইতে থাকে। সেজন্য উহার বিস্তারিত বিবরণে যাওয়ার এখন প্রয়োজন নাই। আমি ইহা বলিতে চাই যে, এই ঈদের সম্পর্ক হজ্ব-ব্রতের সহিত রহিয়াছে এবং হজ্বের সম্পর্ক এরূপ এক কুরবানীর সহিত জড়িত যাহা চরম পর্যায়ের মহব্বতের মুখাপেক্ষী। উহা ব্যতীত সেই কুরবানী পেশ করা যায় না। এবং সেই প্রকৃত ও মহান কুরবানী যাহা কোন বান্দা তাহার রবের সমীপে পেশ করিয়াছে, তাহা ছিল হযরত মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামেরই কুরবানী। কিন্তু তাঁহার দ্বারা যেহেতু জাতিসমূহকে কুরবানী পেশ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা হইয়াছিল সেহেতু উহার উদ্দেশ্যে তরবিয়ত ও প্রশিক্ষণের সূচনা করা হয় হযরত

ইব্রাহীম (আঃ)-এর সময় হইতে। উহা ছিল সেই প্রথম দৃষ্টান্ত যাহা এই ধারায় কায়েম করা হয় যে মানুষে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিল কিন্তু সেই তরবিয়তের প্রাথমিক সবকের সময়ে খোদাতায়ালার তরফ হইতে তাঁহার ঐরূপ বান্দাগণের উপর যে ফজল নাযিল হইয়া থাকে উহার অভিব্যক্তি এই ভাবে ঘটিল যে সেই অগ্নিকুণ্ডকে আল্লাহ্‌তায়ালা আদেশ দিলেন : يا نار كونى بردا و سلاما (الانبياء : ٨٠)

('হে অগ্নি! তুমি নির্বাপিত হও এবং ইব্রাহীমের জন্য শান্তির কারণ হও।' শত্রু তাহার পরিকল্পনায় বিফল মনরথ হইল এবং যে অগ্নি ইব্রাহীম (আঃ)-কে দগ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে প্রজ্জলিত করা হইয়াছিল উহাকে তাঁহার জন্য শীতল ও শান্তি স্বরূপ করিয়া দেওয়া হইল। উহা তাঁহাকে জ্বালাইল না বরং হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর অন্তরে চরম আস্বাদ ও আনন্দ সৃষ্টি হইল। এই ভাবে হযরত ইব্রাহীমের গৃহে ও পরিবারে একটি দৃষ্টান্ত ও নমুনা উদ্ভাবিত করা হইল এবং তিনি তাঁহার পুত্রকে শুষ্ক তরু-লতাহীন মরু প্রান্তরে বসবাস করাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, যাহা ক্ষণিকের মধ্যে মৃত্যু ঘটাইতে পারে এমন ধরণে একটা কষ্ট ছিল না বরং আজীবন সার্বক্ষণিক মৃত্যু বরণ করার তুল্য ছিল—আগুনের মধ্যে তো কয়েক মিনিটের জন্য কষ্ট হয় তারপর মানুষের মৃত্যু ঘটিয়া যায় যদি খোদাতায়ালার আদেশে আগুন নির্বাপিত ও নিরাপত্তার কারণ না হয়।

এক দীর্ঘকাল পর্যন্ত হযরত হাজেরা (আঃ) এবং তাঁহার পুত্র হযরত ইসমাইল (আঃ) কষ্ট সহ্য করিলেন। এরূপ অসহায় অবস্থায় মায়ের সর্বক্ষণ মৃত্যুকে নিজ চোখের সামনে ভাসিতে দেখা এবং শিশুর অন্তরে এই অনুভূতি সৃষ্টি হওয়া যে তাহার কেহ ওয়ারিশ আছে কি নাই, ভয়াবহ বিপদ হইতে কেহ উদ্ধারকারী আছে কি নাই—ইহা এরূপ এক কুরবানী যাহার দৃষ্টান্ত জগতে পাওয়া যায় না। এরূপ অবস্থায় তাঁহাদের ভরসা একমাত্র আল্লাহ্‌তায়ালার উপরই ছিল এবং খোদাতায়ালার ব্যবহার তাহাদের প্রতি ইহাই প্রকাশ করিয়াছিল যে, সকল মানুষের চাইতে সর্বাপেক্ষা আদর-যত্নকারী হইলেন তোমাদের সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক রব, তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন; তিনি তোমাদের সকল কষ্ট মোচন করিয়া একটি জাতি এখানে সৃষ্টি করিয়া দিবেন, তিনি সারা জগতের নেয়মত আনিয়া এখানে একত্র করিয়া দিবেন এবং তোমাদের বংশধরদের উপর রুহানী উন্নতি সমূহ লাভ করার দুয়ার অবারিত করিবেন এবং যখন কালক্রমে তাহারা বিকারগ্রস্তও হইবে তখনও তাহাদের মধ্যে এরূপ সুপ্ত শক্তি নিচয় বিদ্যমান থাকিবে যে, হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন আবির্ভূত হইবেন এবং মানুষ তাঁহার উপর ঈমান আনিবে তখন সুপ্ত শক্তিগুলিকে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের বদৌলতে মানব সকলের মধ্যে সঞ্জীবিত করা হইবে এবং যৌবনাবস্থা তাহাদের মধ্যে সৃষ্টি হইবে; নতুন শক্তি, নব উদ্যম, সঞ্জীবতা ও উদ্দীপনা তাহাদের মধ্যে সৃষ্টি হইবে।

সুতরাং শুরুতে যেমন আমি বলিয়াছি—এই প্রকারের কুরবানী দেওয়া মহব্বত ব্যতিরকে সম্ভব নয়। আর মহব্বত সৃষ্টি করা যায় না যতক্ষণ পর্যন্ত না খোদাতায়ালার সিফাত

(গুণাবলী)-এর মা'রেফত তথা সাক্ষাৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। যখন মানুষ খোদাতায়ালার সত্তা ও গুণাবলীর মা'রেফত অর্জন করে তখন সে দুইটি জিনিস লাভ করে। এক, আল্লাহ্‌র মহব্বত, কেননা খোদাতায়ালার সত্তা ও গুণাবলীতে এতই সৌন্দর্য বিদ্যমান আছে যে, মানবাত্মা তাঁহার সহিত প্রেম না করিয়া থাকিতে পারে না। উহা বাধ্য হইয়া পড়ে খোদাতায়ালাকে ভালবাসিতে। আর দ্বিতীয় জিনিস হইল এই ভয় যে আল্লাহ্‌তায়ালা অতি মহান সত্তা—মহা প্রতাপশালী, মর্যাদাবান; সকল শক্তি, সৌন্দর্য ও কল্যাণের উৎস; তিনি যেন আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট না হন।

সুতরাং আল্লাহ্‌তায়ালার সত্তা ও গুণাবলীর তত্ত্বজ্ঞানের ফলে মানুষের হৃদয়ে প্রেম ও ভীতির সৃষ্টি হয় এবং যখন প্রকৃত ও সত্যিকারভাবে তাহা সৃষ্টি হয়, তখন তাহার নাজাত বা পরিত্রাণের সকল উপায় ও সূত্র তাহার হাসিল হইয়া যায়। সে আল্লাহ্‌তায়ালাকে সেই ভাবে ভালবাসিতে আরম্ভ করে যেভাবে উল্লেখিত তরবিয়তের যে ধারা প্রবাহিত হইয়াছে উহার সূচনাতেই হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং তাঁহার সাহেবজাদা (পুত্র) হযরত ইসমাইল (আঃ) আল্লাহ্‌তায়ালার প্রতি প্রেম প্রদর্শন করিয়াছেন; তারপর হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র প্রতি প্রেমের ক্ষেত্রে এত মহান আদর্শ ও দৃষ্টান্ত পেশ করিয়াছেন এবং সেই আদর্শ ও দৃষ্টান্তের প্রভাবে তাঁহার সাহাবাও সেই রঙে রঙীন হইয়াছেন। সুতরাং উম্মতে-মুসলেমায় আল্লাহ্‌-তায়ালার এরূপ লক্ষ-লক্ষ ও কোটি-কোটি বান্দা সৃষ্টি হইয়াছেন, যাঁহারা খোদাতায়ালার মা'রেফতের ফলে তাঁহার সহিত প্রেম পোষণকারী ছিলেন। এবং যেহেতু তাঁহারা খোদা-তায়ালাকে ভালবাসিয়াছেন এবং তাঁহার অসন্তোষের ভয়ে সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকিতেন, সেইহেতু তাঁহারা দুনিয়ার কোন পরওয়া করিতেন না। মানুষের মধ্যে যখন আল্লাহ্‌তায়ালার প্রেম ও ভীতি সৃষ্টি হয়, তখন উহার ফলশ্রুতি হিসাবে একটি মানসিকতার সৃষ্টি হয়। তাহা এই যে,

سمعنا و طاعة ('শ্রবণ করিলাম এবং মান্য করিলাম')

অতঃপর মানুষ তাহার প্রিয়কে আর প্রশ্ন করে না বরং সে তাহাকে বলে যে 'তুমি যাহা বলিবে আমি তাহাই পালন করিয়া যাইব।' কুরআন করীমে এই বিষয়বস্তুটিকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিভিন্ন পূর্বাপর সম্পর্ক সূত্রে বর্ণনা করা হইয়াছে। একটি জায়গায় বলা হইয়াছে:

و قالوا سمعنا و اطعنا

অর্থাৎ, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এবং তাঁহার উপর ঈমান আনয়ন-কারী ব্যক্তিগণের মুখ হইতে একথাই নিঃসৃত হয় যে, আমরা শুনিলাম এবং মানিলাম। অর্থাৎ যখনই কোন হুকুম তাঁহাদের কানে পড়ে ও তাঁহাদের সামনে পেশ হয়, তখন এতায়াত বা মান্যতা ব্যতীত তাহাদের চরিত্রে অন্য কিছুই প্রকাশ পায় না। তারপর "সামে'না ওয়া আতা'না"-এর মধ্যে قالوا শব্দে যে সর্ব-নাম আছে তাহা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি যেমন প্রযোজ্য তেমনি তাঁহার উপর ঈমান আনয়নকারীদের প্রতিও প্রযোজ্য। সুতরাং তাঁহারা তাঁহাদের ঈমান এবং তদনুযায়ী আমল করা সত্ত্বেও ইহাই বলেন, 'হে আমাদের স্রষ্টা ও পালন-কর্তা রব! আমরা তোমার 'মাগফেরাত' (ক্ষমা ও পৃষ্ঠপোষকতা) কামনা করি।'

সুতরাং ইহা সেই 'এতায়াত' যাহা মহব্বত ব্যতিরেকে সৃষ্টি হইতে পারে না, এবং ইহাই সেই এতায়াত, যাহা উম্মতে মুসলেমার সহস্র ও লক্ষ-লক্ষ ব্যক্তির মধ্যে জগত অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত এবং প্রীতিভরে লক্ষ্য করিয়াছে। হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-এর সত্তা মানব বিবর্তনের চরম ও পরম বিকাশ। তিনি খোদাতায়ালার এরূপ এতায়াত প্রদর্শন করিয়াছেন, এলাহী মহব্বতে এমন আত্ম-বিলীন হইয়াছেন, খোদাতায়ালার প্রীতি এরূপে অর্জন করিয়াছেন, খোদাতায়ালার পথে নিজের উপর মৃত্যু আনয়ন করিয়া এরূপ এক নবজীবন লাভ করিয়াছেন এবং সেই সর্বোচ্চ মোকাম ও শীর্ষস্থানের অধিকারী হইয়াছেন যে কোন মানব সেই মোকামে উপনীত হইতে পারে নাই তিনি জগতের সামনে এক উৎকৃষ্টতম আদর্শ ও দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন, যাহা হইতে উৎকৃষ্টতর দৃষ্টান্ত মানুষের সামনে আর পেশ করা যায় না। যাঁহারা তাঁহার উপর ঈমান আনিয়াছেন তাঁহারাও নিজেদের শক্তি-সামর্থ অনুযায়ী খোদাতায়ালার আহ্কামের উপর পুরা পুরা আমল করিয়াছেন এবং সেগুলি উপেক্ষা করার বা এড়াইয়া যাওয়ার কোনই পথ তালাশ করেন নাই। এরূপ মনে হয় যেন তাঁহাদের মধ্যে এতায়াত পরিপন্থী তথা নাফরমানীর কোন শক্তিই অবশিষ্ট ছিল না। সেইজন্য তাঁহাদের অন্তরে খোদাতায়ালার মহব্বতের সমুদ্র উদ্বেল হইয়া পড়িয়াছিল। উহার পরে তো আর প্রশ্নই উঠে না যে, মানুষ শয়তানের ন্যায় অস্বীকার ও অহংকারের পথ অবলম্বন করিতে পারে এবং ইহা মা'রেফতে-এলাহীরই ফলশ্রুতি, যাহা হইতে আল্লাহ্তায়ালার মহব্বত এবং তাঁহার 'খাশিয়ত' বা ভীতি উৎসরিত হয়। ইহা আল্লাহ্তায়ালার অতিশয় মহা অনুগ্রহ। মানুষ আল্লাহ্তায়ালার মহব্বত ও খাশিয়তের ফলেই তাহার জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য লাভ করিতে সক্ষম হয়।

সুতরাং সার-কথা এই দাঁড়াইল যে মানুষের সকল প্রকার কুরবানীর বুনিয়াদ হইল তরবিয়েতের সেই চূড়ান্ত বিকাশ, যাহাকে আমরা একটি মাত্র শব্দ—'এতায়াত' (আনুগত্য বা আজ্ঞানুবর্তিতা)-এর দ্বারা অভিহিত করি। আমাদের এই দোওয়া করা উচিত যে, আল্লাহ্তায়ালা আমাদের সকলকেই এই তওফিক দান করুন যেন আমরা স্বতঃস্ফূর্ত মহব্বত ও আনন্দের সহিত তাঁহার আহ্কাম মান্যকারী হই। দুনিয়াতে শক্তি প্রয়োগের দ্বারাও কথা মানানো হইয়া থাকে কিন্তু খোদাতায়ালার মহামহিয়ান ও পবিত্রতম বান্দা মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম শক্তি প্রয়োগে নয় বরং প্রীতি ও ভালবাসার দ্বারাই তাঁহার কথা মান্য করাইয়াছেন এবং মানুষের অন্তরে প্রেম সৃষ্টি করিয়াই আদেশ পালন করাইতেন। তিনি প্রেমের দ্বারা মানুষের নিকট ইহা প্রমাণ করিয়াছেন যে, যে-সকল কথা তোমাদিগকে পালন করার জন্য বলা হয় সেগুলিতে তোমাদেরই ফায়দা রহিয়াছে এবং যে সব কথা বর্জন করার জন্য আদেশ করা হয় সেগুলি বর্জনে তোমাদেরই উপকার, উন্নতি ও স্বাচ্ছন্দের চাবি-কাঠি ও নিশ্চয়তা নিহিত রহিয়াছে। সুতরাং ইসলামের সংক্ষিপ্ত সার, এক কথায়—এতায়াত, এবং ইহাকে বিশ্লেষণ ও সম্প্রসারণ করিলে এই কথাই দাঁড়ায় যে, মানুষ যেন তাহার গর্দান সন্তুষ্টচিত্তে ও আগ্রহ ভরে খোদাতায়ালার সকল হুকুম-আদেশের ছুরিকার সামনে ঠিক সেইভাবে পাতিয়া দেয়,

যেভাবে কুরবানীর ঈদের বকরা উহার ঘাড় কসাইর ছুরির নীচে রাখিয়া দেয়। তেমনিভাবে মানুষের উচিত সে যেন তাহার মাথা খোদাতায়ালার সামনে ঝুকাইয়া দেয়। কিন্তু বকরা স্বেচ্ছায় তাহা করে না। বকরার মোকাবিলায় মানুষের অবস্থা ভিন্নতর। মানুষ সমঝদার, বুদ্ধিমান এবং স্বাধীকার-সম্পন্ন হইয়া থাকে, সে নিজের ইচ্ছা ও এরাদায় নিজের কল্যাণ ও ফায়দার জন্য, খোদাতায়ালার মা'রেফত লাভের পর খোদাতায়ালার মহব্বত ও তাঁহার ভীতির সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া খোদাতায়ালার সমীপে মাথা নত করিয়া দেয় এবং বলে, "হে প্রভু! তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাতেই আমরা সম্মত ও সন্তুষ্ট আছি।" তখন খোদাতায়ালা প্রীতি সহকারে তাঁহার এইরূপ বান্দাকে তোলেন এবং তাহাকে এতই নে'মত ও বরকতে ভূষিত করেন যে, দুনিয়াদার ব্যক্তি তাহা কল্পনাও করিতে পারে না।

আমার দোওয়া এই যে, অল্লাহতায়ালা আমাদিগকে এই সবক শিখার তওফিক দিন, যাহা ঈদের সহিত সম্পর্কিত, এবং তাঁহার নেক মনোনীত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। এখন আমি হাত তুলিয়া দোওয়া করিব। আল্লাহতায়ালা সমগ্র জামাতের বন্ধুদিগের ঈদ মোবারক করুন। (আল-ফজল, ২৬শে মার্চ ১৯৭৯ইং)

অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ (সদর মুরুব্বী)

শোক সংবাদ

অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সাম্প্রতিককালে দুইজন আহমদী ভ্রাতার মৃত্যুর সংবাদ জানান যাইতেছে :

(১) ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৯ রোজ রবিবার সিলেট নিবাসী জনাব হাফেজ আব্দুস সামাদ সাহেব, হাজারিবাগ, ঢাকায় ইন্তেকাল করেন। (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন একটি মেয়ে ও স্ত্রী রাখিয়া যান। ৬০ বৎসরের উর্দ্ধে তাঁহার বয়স হইয়াছিল। অত্যন্ত মুখলেস আহমদী ছিলেন। মরহুম রমজান মাসে বহুবার ঢাকা ও চিটাগাং মসজিদে তারাবীহ্‌র নামাজে খতমে কুরআন করিয়াছেন। অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও দোওয়া-গো এবং সদালাপি ছিলেন। আল্লাহতায়ালা মরহুমের রুহের মাগফিরাত করুন ও জান্নাতে উচ্চ স্থান দান করুন এবং শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে ধৈর্যধারণ এবং মরহুমের নেক পদাঙ্কানুসরণের তওফিক দিন।

(২) ১লা অক্টোবর ১৯৭৯ ইং পঞ্চগড় (দিনাজপুর) নিবাসী জনাব ডঃ সাজেদুর রহমান সাহেব তাঁর বাসভবনে ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহে ..... রাজেউন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হইয়াছিল আশি বৎসরের উর্দ্ধে। এক স্ত্রী, চার পুত্র ও তিন কন্যা রাখিয়া যান। এতদঞ্চলের তিনি প্রবীনতম আহমদী ছিলেন। আল্লাহতায়ালা তাঁর রুহের মাগফরাত করুন এবং জান্নাতে উচ্চস্থান দান করুন। তাঁর শোক-সন্তপ্ত পরিবার বর্গের হাফেজ ও নাসের হউন। আমিন।

সংবাদ

চট্টগ্রাম মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

১৩ ও ১৪ই অক্টোবর ১৯৭৯ তারিখে চট্টগ্রাম মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার বার্ষিক ইজতেমা আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা হইতে মোহতারম আমীর সাহেব, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া এবং জনাব নায়েব সদর, বাংলাদেশ মজলিস খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া যোগদান করেন। ১৩২ অক্টোবর শনিবার রাত্রি ৯টা হইতে ইজতেমার কর্মসূচী আরম্ভ হয়। মোহতারম আমীর সাহেব উদ্বোধনী ও সমাপনী ভাষণ দান করেন এবং বিভিন্ন জ্ঞানমূলক ও খেলাধূলার প্রতিযোগিতায় ১ম ও ২য় স্থান অধিকারী খোদ্দাম ও আতফালের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। জনাব নায়েব সদর সাহেব খোদ্দামের মোকাম ও দায়িত্ব বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। খ্রীষ্টানদের ত্রিত্ববাদ ও প্রায়শ্চিত্যবাদ খণ্ডন, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর উৎকৃষ্টতম আদর্শ এবং তরবিয়তে-আওলাদ বিষয়ে বক্তৃতা করেন যথাক্রমে জনাব গোলাম আহ্‌মদ খান সাহেব (প্রেসিডেন্ট চিটাগাং জামাত) বি, এ, এম, এ, সাত্তার সাহেব (কায়েদ, চট্টগ্রাম খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া), জনাব এস, এ, নিজামী সাহেব (বিভাগীয় কায়েদ) এবং জনাব নুরুদ্দীন আহমদ সাহেব (জেঃ সেক্রেটারী, চট্টগ্রাম জামাত)। খোদ্দাম ও আতফালের উপস্থিতি অত্যন্ত সন্তোষজনক ছিল এবং তাহারা বা-জামাত ওক্তী নামাজ ব্যতীত তাহাজ্জুদের নামাজও বাজামাত আদায় করে এবং অত্যন্ত শৃঙ্খলা এবং উৎসাহের সহিত ইজতেমার সকল কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন। রবিবার বিকালে 'ইওমে ওয়ালেদাইন' উপলক্ষে একটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় এবং উহাতে অনেক সংখ্যক আনসার সাহেবানও যোগদান করেন।

(আহ্‌মদী রিপোর্ট)

ঢাকা মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে বা-জামাত তাহাজ্জুদ প্রোগ্রাম

আল্লাহ্‌তায়ালার অশেষ ফজল ও রহমে ঢাকা মজলিশে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে গত ৬ই অক্টোবর, ১৯৭৯ ইং রোজ শনিবার দিবাগত রাত ৮-৩০ মিঃ হইতে পরদিন সকাল ৭-৩০ মিঃ পর্যন্ত বা-জামাত তাহাজ্জুদ নামাজের উদ্দেশ্যে এক বিশেষ প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। প্রায়

অধ শত খোদ্দাম ও আতফাল এই বিশেষ বা-বরকত প্রোগ্রামে যোগদান করেন। কয়েকজন আনসার সাহেবানও উক্ত প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করে খোদ্দাম ও আতাফালকে উৎসাহিত করেন। বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র নায়েম আ'লা জনাব ওবায়দুর রহমান ভূইয়া সাহেবের সভাপতিত্বে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের পর মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী সাহেবের দোওয়া পরিচালনায় অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। মরকজ হতে সদ্য আগত সদর মুরুব্বী জনাব আব্দুল আজিজ সাহেব তাহাজ্জুদ নামাজের গুরুত্ব সম্পর্কে নসিহত প্রদান করেন। অতঃপর খাকসার এবং ঢাকা বিভাগীয় কায়েদ জনাব এ, কে, রেজাউল করীম সাহেব এই বা-বরকত প্রোগ্রামের বিশেষত্ব খোদ্দাম ও আতফালদের উদ্দেশ্যে ব্যাখ্যা করেন। শেষ রাতে মৌঃ মুনওয়ার আলী সাহেব (মুয়াল্লেম) বা-জামাত তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ান। ফজরের নামাজের পর কুরআন শরীফের দরস দেন মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ।

ইনশাআল্লাহ্‌ এই মহতী বিশেষ প্রোগ্রাম প্রতি ইংরাজী মাসের প্রথম শনিবার দিবাগত রাতে এ ভাবে অনুষ্ঠিত হতে থাকবে। এই প্রোগ্রামের স্থায়ীত্ব ও সর্বাংগিন কমিয়াবীর জন্য সকল আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট খাস দোওয়ার আবেদন জানাচ্ছি। খাকছার—

মোঃ হাবিবুল্লাহ, কায়েদ
ঢাকা মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আহমদী বৈজ্ঞানিক ডঃ আব্দুস সালাম নভেল পুরস্কারে ভূষিত

১৫ই অক্টোবর, বি-বি-সি এবং ভয়েস অব আমেরিকা হইতে প্রচারিত খবরে বলা হইয়াছে যে, পাকিস্তানী বৈজ্ঞানিক জনাব প্রফেসার আব্দুস সালাম পদার্থ বিজ্ঞানে ১৯৭৯ সালের নভেল পুরস্কারে ভূষিত হইয়াছেন। আরও দুইজন আমেরিকান বৈজ্ঞানিকও উক্ত পুরস্কার লাভ করিয়াছেন।

জনাব ডঃ আব্দুস সালাম যিনি পুর্বেও কয়েকটি আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হইয়াছেন, এখন ব্রিটেন এবং ইটালীতে বাস করেন। তিনি আহমদীয়া লণ্ডন মসজিদে নামাজ আদায়ের পর বাহিরে আসিয়া এক সংবাদিক সাক্ষাৎকারে সবিনয়ে বলেন যে, তিনি এ পুরস্কার-টিকে আল্লাহতায়ালারই একটি অনুগ্রহ স্বরূপ মনে করেন। তিনি এ পুরস্কারের সমগ্র অঙ্কই তাঁহার জন্মভূমি পঃ পাঞ্জাবের ঝং জিলায় অবস্থিত এক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে দান করিবেন বলিয়া জানান। বর্তমানে তাঁহার বয়স ৫৩।

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেঃ জিয়াউল হক জনাব ডঃ আব্দুস সালাম সাহেবকে মোবারকবাদ জানাইয়াছেন এবং তাঁহার ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও দক্ষতা এবং কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা অর্জিত এই সম্মানকে তাহার দেশের ও জাতির মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ বলিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

যদি ঈদ এবং জুমা একই দিনে একত্র হয়

প্রশ্ন :—ঈদ এইং জুমা একই দিনে একত্র হইলে কি দুই নামাজ জমা করিয়া পড়া যায় ?

উত্তর :—(ক) আসল (হুকুম) এই যে, ঈদ এবং জুমা যদি একই দিনে হয়, তাহা হইলে ঈদ পৃথক উহার নির্ধারিত সময়ে এবং জুমা পৃথক উহার নির্ধারিত সময়ে আদায় করিতে হইবে।

অবশ্য ইমামে-ওয়াক্ত অথবা প্রশাসনিক ব্যবস্থা (নেজাম)-এর পক্ষ হইতে এই ঘোষণা করা যাইতে পারে যে আমরা জুমা আদায় করিব এবং যদি কেহ জুমার নামাজে আসিতে না চান তবে না-ই আসিবেন।

(খ) যে সকল লোক সেই দিন জুমা পড়িবেন না, তাঁহারা জোহরের নামাজ বাজামাত পড়িবেন।

এই হইল আসল হুকুম এবং আমাদের জামাতেরও কর্মধারা বা রীতি ইহাই। এতদ্ব্যতীত রেওয়ায়েত সমূহ নিম্নরূপ :

১। ঘোষণা করা হইবে যে, জুমার নামায হইবে না ; মানুষ নিজ নিজ মহল্লায় জোহরের নামাজ পড়িয়া লউন।

২। সেই দিন জুমার নামাজও যেন পড়া না হয় এবং জোহরেয় নামাজও নয়। যথারীতি আসরের নামাজ পড়া হউক।

উক্ত দুইটি রেওয়ায়েত মওজুদ আছে। যদি কেহ এই রেওয়ায়েতদ্বয় অনুযায়ী আমল করে তাহা হইলে তাহাকে ভ্রান্তিকারী তো বলা যাইবে কিন্তু গোনাহ্গার বলা যাইবে না কেননা কোন কোন বুজুর্গ তদনুযায়ী আমল করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ আছে।

৩। যুগ-খলীফা যদি ইচ্ছা করেন এবং পছন্দ করেন তাহা হইলে কোন প্রয়োজন বশতঃ ইহা ঘোষণা করিতে পারেন যে, আজ ঈদ এবং জুমা, ঈদের সময়ে একত্রে পড়া হইবে অর্থাৎ জোহরের সময়ের পূর্বে জুমা পড়া হইবে। প্রয়োজন বশতঃ জুমার নামায সূর্য্য ঢলার পূর্বে পড়ার রেওয়ায়েত মওজুদ আছে।

(নাইলুল আওতার, বাবুত্ তাজমীয়ে কাবলায্ যাওয়ালে ওয়া বা'দাহু এবং তিরমিযি শরীফ, পৃঃ ৬৬)

অন্য কাহারও পক্ষে এইভাবে নামাজদ্বয় জমা করা সঙ্গত হইবে না। অবশ্য যদি উপস্থিত প্রয়োজনীয় পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে যুগ-ইমামের নিকট হইতে ঐরূপ করার পূর্বাহ্নে অনুমতি লওয়া হইয়া থাকে তাহা হইলে জমা করিতে পারিবেন।

—মালেক সাইফুর রহমান, মুফ্তি, সেলসেলা আলীয়া আহ্মদীয়া, রাবওয়া।

[মরকজ হইতে আগত পত্রের অনুবাদ : মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ]

بسم الله الرحمن الرحيم

বিশ্ব শান্তিদাতা কে ? যীশু ?

১) বিশ্ব শান্তি দাতার জন্য ইহা অতীব জরুরী যে, তাঁহার জীবনে মানব জীবনের সর্বস্তর ও অবস্থার শ্রেষ্ঠতম কার্যকরী আদর্শ থাকিতে হইবে। যীশুর জীবনে কি ইহা পাওয়া যায় ?

২) পুরুষ ও স্ত্রীলোক পৃথকভাবে অপূর্ণ। বিবাহ বন্ধন দ্বারা পুরুষ ও স্ত্রীর জীবন পূর্ণ হয়। বিবাহ জীবনের প্রথম ধাপ। ইঞ্জিলে যীশুর বিবাহের কোন উল্লেখ নাই। সুতরাং একক জীবনে তিনি অপূর্ণ ছিলেন। তাঁহার পিতাও ছিল না। সুতরাং পিতৃকুল ও স্ত্রীকুলের প্রসারিত ক্রমবর্ধমান নিকট ও দূর আত্মীয়গণের সহিত শ্রেণীমত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে তাঁহার আদর্শ যীশুর জীবনে নাই। সারা দুনিয়া বিবাহিত মানুষে ভরা। সুতরাং যীশু জগদ্বাসীর জন্য আদর্শ নহেন—হইতে পারেন না।

৩) ধনী হইয়া কিভাবে গরীবের দরদে তাহাদের মধ্যে নিজ ধন বিতরণ করিয়া স্বয়ং সপরিবারে দারিদ্র-ক্লিষ্ট কিন্তু উচ্চ আখলাক সম্পন্ন জীবন আমরণ যাপন করা যায়, তাহার সুযোগ যীশুর জীবনে হয় নাই, উহার আদর্শ তাঁহার নাই।

৪) যীশু ব্যবসায়ী ছিলেন না। সুতরাং ব্যবসায়ীগণের জন্য তাঁহার মধ্যে আদর্শ নাই।

৫) যীশু কখনও যুদ্ধ করার সুযোগ পান নাই। সুতরাং যুদ্ধ এবং যুদ্ধের ফলে জয়-পরাজয় জনিত অবস্থায় কি করিতে হইবে তাহার কোন আদর্শ তাঁহার জীবনে নাই।

৬) যীশু বাদশাহ বা শাসক ছিলেন না। সুতরাং রাজ্য পরিচালনা ও প্রজাপালন সম্বন্ধে তাঁহার জীবনে কোন আদর্শ নাই।

৭) উক্ত রূপে জীবনের আরও বহু দিক ও অবস্থা আছে, যাহার আদর্শ যীশুর জীবনে নাই। আদর্শে এইরূপ খালি ময়দান জীবন যাঁহার, তিনি কিরূপে জগতের আদর্শ হইবেন ?

৮) দারিদ্র, দুর্নীতিপূর্ণ ব্যবসা পদ্ধতি, বিভ্রান্ত শাসন ব্যবস্থা এবং নিত্য নিত্য যুদ্ধ বিগ্রহ ও তজ্জনিত দুঃখ-দুর্দশা এবং আরও বহুবিধ সমস্যা দ্বারা আজিকার দুনিয়া জর্জরিত এবং জাহান্নামে পরিণত। কে সেই মহান মানব যাঁহার সর্বতোমুখী শ্রেষ্ঠতম সর্ব-দুঃখ-হরা আদর্শ জগতকে শান্তি দিবে ? সে কি যীশু ?

৯। যীশু কেবল বনি ইসরাইলের হারানো মেষের সন্ধানে আসিয়াছিলেন। (মথি —১৫ : ২৪)। বিশ্ব-মানবজাতির সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ ছিল না।

১০) খৃষ্টানগণ প্রচার করে, যীশুকে মানিলেই পাপমুক্ত হইবে এবং শান্তিলাভ করিবে। খৃষ্টানগণ কি আত্মিক শান্তি লাভ করিয়াছে? তাহাদের রাজত্ব হইতে কি পাপ বিলুপ্ত হইয়াছে? সেখানে কি শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে?

১১) দুনিয়া আজ মিথ্যায় ছাইয়া গিয়াছে। ইহাই জগত-জোড়া অশান্তির কারণ। সত্যকে কে প্রতিষ্ঠিত করিবে? যীশু বলিয়াছেন, "তোমাদিগকে বলিবার আমার আরও অনেক কথা আছে, কিন্তু তোমরা এখন সে সকল সহ্য করিতে পারিবে না। পরন্তু তিনি 'সত্যের আত্মা', যখন আসিবেন, তখন তিনি পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন, কারণ তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন না, কিন্তু তিনি যাহা যাহা শুনিবেন, তাহাই বলিবেন এবং আগামী ঘটনাও তোমাদিগকে জানাইবেন'। (যোহন ১৬ : ১২-১৩)। যীশু বর্ণিত এই সত্যের আত্মা কে, যিনি তাঁহার পরে আসিবেন বলিয়াছেন? যীশু নিজের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "মনে করিও না যে, আমি পৃথিবীতে শান্তি দিতে আসিয়াছি। শান্তি দিতে আসি নাই, কিন্তু খড়্গ দিতে আসিয়াছি। কেননা আমি পিতার সহিত পুত্রের, মাতার সহিত কন্যার, এবং শাশুড়ীর সহিত বধূর বিচ্ছেদ জন্মাইতে আসিয়াছি।" (মথি ১০ : ৩৪-৩৫)

যীশুর বাণীই কি স্পষ্টাক্ষরে জানাইতেছে না যে, যীশু নিজে জগতের শান্তি দাতা নহেন বরং তাঁহার নিজের দ্বারা ভবিষ্যদ্বাণী করা প্রতিশ্রুত পূর্ণ-সত্য আনয়নকারী মহাপুরুষ জগতের শান্তি দাতা?

প্রকাশক—
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া
৪ নং বক্‌শী বাজার রোড, ঢাকা।

তাং ১০/১০/৭৯ইং

বিস্তারিত জানার জন্য উপরের ঠিকানায় শান্তি ও সত্যের সন্ধানী প্রতিটি ব্যক্তিকে যোগাযোগ করার আহ্বান জানানো যাইতেছে।

نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم

খৃষ্টধর্ম প্রচারকগণের সমীপে কয়েকটি প্রশ্ন

১) যীশু খোদাও নহেন এবং খোদার পুত্রও নহেন। বাইবেলে রূপকভাবে ধার্মিক লোকদেরকে খাদার পুত্র বলা হইয়াছে। এমন কি সাধারণ বিশ্বাসীকেও রূপকভাবে খোদা এবং খোদার পুত্র বলা হইয়াছে। ইহুদীগণের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া যীশু নিজের সম্বন্ধে এই ব্যাখ্যা দিয়াছেন। (যোহন ১০ : ৩৬-৩৭ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং অন্যদের বাদ দিয়া কেবল যীশুকে খোদা ও খোদার পুত্র বলিয়া কেন প্রচার করা হয়?

২) খোদা জন্ম মৃত্যুর অতীত। কিন্তু যীশু মরিয়মের গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন এবং খৃষ্টানগণের বিশ্বাস অনুযায়ী ক্রুশে অভিশপ্ত মৃত্যুবরণ করেন। অতএব যীশু কিরূপে খোদা ছিলেন?

৩) বাইবেলে রহিয়াছে, যে ক্রুশে মারা যায় সে চির-অভিশপ্ত হয়। (দ্বিতীয় বিবরণ ২১ : ২২-২৩), । চির-অভিশপ্ত-জন কিরূপে পাপীগণকে ত্রাণ করিবে? সুতরাং যীশু কিরূপে ত্রাণ-কর্তা হইলেন?

৪) যীশু বিনা রদবদলে মুসার শরীয়তকে সাব্যস্ত করিতে আসিয়াছিলেন। ইঞ্জিলে যীশু নিজেও ইহা বলিয়াছেন (মথি ৫ : ১৭-১৮)। খৃষ্টানদের প্রচার অনুযায়ী কে শরীয়তকে অভিশাপ বলিয়া বাতিল করিল? যীশু?

৫) প্রায়শ্চিত্তবাদ এবং ক্রুশে যীশুর অভিশপ্ত মরণে বিশ্বাস করিলে পরিত্রাণ লাভ হইবে—ইহা কোথায় তৌরাত ও ইঞ্জিলে আছে?

পরিত্রাণের ইহাই একমাত্র উপায় হইলে, আদম হইতে যীশুর আগমন সময় পর্যন্ত নবীগণসহ সকল মানুষের পরিত্রাণের কি উপায় লিখিত আছে? তাহারা কি সকলেই জাহান্নামে গিয়াছে?

৬) আদমের আদি পাপ যদি গন্দম (গম) খাওয়ার জন্য হইয়া থাকে তবে খৃষ্টানগণ গম খায় কেন? এখন তাহাদের পরিত্রাণের উপায় কি? যীশুও গম খাইতেন। তাঁহার পরিত্রাণের উপায় কি?

৭) জন্ম-রক্তের ধারায় পাপ উর্ধিলে, যীশুও আদমের আদি পাপের ওয়ারিস হইয়াছিলেন। তাওরাতে আছে, যে স্ত্রীলোকের গর্ভে জন্মায় সে পাপী হয়, সে বিশুদ্ধ নহে। (ইয়োব ১৫ : ১৪, ঐ ২৫ : ৪)। যীশু মরিয়মের গর্ভে জন্মেন। সুতরাং উভয় সূত্রে তিনি পাপী সাব্যস্ত হন। কোন লিখিত বিধানে তিনি নিষ্পাপ হইলেন? যীশু বলিয়াছেন, "আমাকে তোমরা কেন সৎ বল? সৎ একজনই, তিনি ঈশ্বর"। (মথি : ১৯-১৬-১৭)। এতদ্বারা প্রমাণিত হইল যে, তিনি সৎ নহেন এবং তিনি ঈশ্বরও নহেন।

৮) ওয়ারীসী আদি পাপ, স্ত্রীলোকের গর্ভে জন্ম জনিত পাপ এবং গন্দম খাওয়া জনিত পাপ, এই ত্রিবিধ পাপ অর্জনের পর যীশু কিরূপে পাপীগণের জন্য নিষ্পাপ কুরবানী হইলেন? বিধান দ্বারা সাব্যস্ত ত্রিবিধ ধারায় পাপী হইয়া যীশু পাপীগণের জন্য কোন নিয়মে পরিত্রাণ-কর্তা হইলেন?

৯) ইঞ্জিলে এ কথা কোথাও নাই যে, যীশু পাপীগণকে পরিত্রাণ করার জন্য ক্রুশে প্রাণ দান করিয়াছিলেন। বরং ইঞ্জিলে ইহাই আছে যে, ক্রুশের অভিশপ্ত মৃত্যু এড়াইবার জন্য তিনি খোদার নিকট সারা রাত্রি দোওয়া করিয়াছিলেন (মথি ২৬ : ১৯) এবং ক্রুশে চাপিয়া নিরূপায় দেখিয়া "ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, কেন তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছ?" (মথি ২৭ : ৪৬) বলিয়া ক্রুশে মরিতে তাঁহার সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। অতঃপর কে প্রমাণ করিবে, যীশু স্বেচ্ছায় ক্রুশে প্রাণ দান করিয়াছিলেন?

১০) খৃষ্টানগণের নিকট উক্ত প্রশ্নাবলীর দলীল-সম্মত উত্তর নাই বলিয়াই কি তাঁহারা বিনা দলীলে শরীয়তকে অভিশপ্ত ও বাতিল বলিয়া প্রচার করিতে চাহেন?

১১) শরীয়ত যদি অভিশপ্ত ও বাতিল হইয়াছে, তবে বাইবেল প্রকাশ ও প্রচারের জন্য জগত জোড়া মিথ্যা হাঙ্গামা এবং সময়, অর্থ ও শ্রমের পর্বত প্রমাণ অপচয় কেন?

কে আছেন, খৃষ্টান ভ্রাতা, যিনি আমাদের উক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর দিবেন?

প্রকাশক—
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া
৪ নং বক্শী বাজার রোড, ঢাকা।

তাং ১০/১০/৭৯ইং

বিস্তারিত জানার জন্য উপরের ঠিকানায় শান্তি ও সত্যের সন্ধানী প্রতিটি ব্যক্তিকে যোগাযোগ করার আহ্বান জানানো যাইতেছে।

প্রতিযোগিতার ফলাফল

অষ্টম বার্ষিক ইজতেমা—বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া ৭, ৮ ও ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯ইং তারিখে অনুষ্ঠিত

তেলাওয়াতে কুরআন প্রতিযোগিতা—খোদ্দাম 'ক' শাখা

স্থান—	নাম	পিতার নাম	মজলিসের নাম
প্রথম—	ক্বারী মাহফুজুল হক	এ, কে, এম সাইদুল হক	ঢাকা
দ্বিতীয়—	এস, এম, হাবিবুল্লাহ	মৌঃ মোঃ সলিমুল্লাহ	ঘাটুরা
তৃতীয়—	হাফেজ মোঃ ইব্রাহীম	মীর মোঃ আবুল হাশেম	রেকাবী বাজার

খোদ্দাম 'খ' শাখা

প্রথম—	কাওসার আহমদ	আহমাদুর রহমান	ঢাকা
দ্বিতীয়—	শরীফ আহমদ পাটুয়ারী	মৌঃ আহসান পাটুয়ারী	নীল কমল
তৃতীয়—	এস, এম, নঈমউল্লাহ	মৌঃ মোঃ সলিমুল্লাহ	ঘাটুরা

নযম প্রতিযোগিতা (আতফাল)

প্রথম—	এস, এম রহমতউল্লাহ	মৌঃ মোঃ সলিমউল্লা	ঘাটুরা
দ্বিতীয়—	এস, এম বরকতউল্লাহ	ঐ	,,
তৃতীয়—	১। মনসুর আহমদ	এম, এম, আতেশ	চট্টগ্রাম
	২। সাখাওয়াত হোসেন	এন, এ, রশীদ	তেরগাতী

খোদ্দাম ('ক' শাখা)

প্রথম—	এস, এম, হাবিবুল্লাহ	মৌঃ সলিমউল্লাহ	ঘাটুরা
দ্বিতীয়—	১। আজগর আলী খান	মিঞা খান	বি, বাড়ীয়া
	২। জিকরে এলাহী	ইয়াকুব আলী ফকির	তেজগাঁ
তৃতীয়—	হাফেজ মোঃ ইব্রাহীম	মীর মোঃ আবুল হাশেম	রেকাবী বাজার

'খ' শাখা

প্রথম—	১। এস, এম, নঈম উল্লাহ	মৌঃ মোঃ সলিমুল্লাহ	ঘাটুরা
	২। আব্দুল ওয়াহেদ খান	আব্দুল হামিদ খান	করাচী
দ্বিতীয়—	হেলালুল হক	আনোয়ারুল হক	তেজগাঁ
তৃতীয়—	তোফাজ্জল হোসেন	মরহুম ঈসাক পাটুয়ারী	মুসরতাবাদ

তিলাওয়াতে কুরআন প্রতিযোগিতা, (আতফাল)

স্থান	নাম	পিতার নাম	মজলিশের নাম
প্রথম—	মনোয়ার আহমদ	মতিউর রহমান	বি, বাড়ীয়া
দ্বিতীয়—	সাখাওয়াত হোসেন	এন, এ, রশিদ	তেরগাঁতী
তৃতীয়—	শফিকুল ইসলাম	মতিউর রহমান	ঢাকা

বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, খোদ্দাম 'ক' শাখা

স্থান	নাম	পিতার নাম	মজলিসের নাম
প্রথম—	মোঃ আবুল বাতেন	ডাঃ এম, এ আজিজ	ময়মনসিংহ
দ্বিতীয়—	মোঃ হাবিবুল্লাহ	মরহুম ওয়াসীম উদ্দীন আহমদ	ঢাকা
তৃতীয়—	আবদুল মতিন	ডাঃ এম, এ, আজিজ	কুমিল্লা

বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, খোদ্দাম 'খ' শাখা

প্রথম—	মোঃ দস্তুর উল্লাহ	মরহুম ওয়াসীম উদ্দিন আহমদ	জামালপুর
দ্বিতীয়—	খন্দকার বেনজীর আহমদ	ডাঃ আবদার আলী খন্দকার	তেজগাঁ
তৃতীয়	আবদুল আওয়াল খান চৌঃ	ডাঃ আব্দুস সামাদ খান চৌঃ	ঢাকা

বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, আতফাল 'ক' শাখা

প্রথম—	মোঃ সাখাওয়াত হোসেন	এন, এ, রশিদ	তেরগাঁতী
দ্বিতীয়—	সৈয়দ সোহেল আহমদ	সৈয়দ আনোয়ার আলী	,,
তৃতীয়—	মোসলেহ উদ্দীন আহমদ	মরহুম ওয়াসীম উদ্দিন আহমদ	জামালপুর

বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, আতফাল 'খ' শাখা

প্রথম—	মনোয়ার আহমদ	মতিউর রহমান	বি, বাড়ীয়া
দ্বিতীয়—	রফিকুর রহমান	ওবায়দুর রহমান	তেজগাঁ

প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা, খোদ্দাম

(দলীয়ভাবে বিভাগীয় মজলিস ভিত্তিতে)

প্রথম—ঢাকা বিভাগ :	(১)	মোঃ মুখলেসুর রহমান	মরহুম লুৎফর রহমান	ঢাকা
	(২)	রেজাউল্লাহ	মরহুম ওয়াসীম উদ্দীন আহমদ	জামালপুর

স্থান	নাম	পিতার নাম	মজলিসের নাম
	(৩) মুস্তাফিজুর রহমান		
	(৪) মাহফুজ উল্লাহ সিকদার	মরহুম হাবীব উল্লাহ সিকদার	নারায়ণগঞ্জ
	(৫) শামসুল হক	আব্দুল হক	ঢাকা
	(৬) আমীরুল হক	আহ্সান উল্লাহ	,,
	(৭) নূরুল হক	আব্দুল হক	,,
	(৮) হালীম হাজারী	আবদুল জাহের হাজারী	,,
	(৯) ফরিদ আহমদ		
	(১০) আফজাল হোসেন ভূঞা	মোঃ আবদুল হাদী ভূঞা	,,
দ্বিতীয়—ঢাকা বিভাগ	(১) আহমদ তবশীর চৌঃ	আহমদ তৌফিক চৌধুরী	ময়মনসিংহ
	(২) মোঃ আবদুল বাতেন	ডাঃ এম, এ আজিজ	ময়মনসিংহ
	(৩) এ, কে, এম, খুরশীদ আহমদ	মুন্সী আবদুল হামিদ	নারায়ণগঞ্জ
	(৪) মোঃ গিয়াস উদ্দীন আহমদ	মরহুম সফি উদ্দীন আহমদ	ঢাকা
	(৫) হাবিবুল্লাহ	মরহুম ওয়াসীম উদ্দীন আহমদ	ঢাকা
	(৬) এমদাদুল হক	মোঃ মুসলিম	ঢাকা
	(৭) আমিনুল ইসলাম	হায়দার আলী	ধানীখোলা
	(৮) আল-আমীন	হারুন-অর রশীদ	ঢাকা
	(৯) মতিউর রহমান	মোঃ তোফাজ্জল হোসেন	ঢাকা
	(১০) দস্তর উল্লাহ	মরহুম ওয়াসীম উদ্দিন আহমদ	জামালপুর

পয়গাম রেসানী প্রতিযোগিতা

খোদ্দাম, জেলা মজলিস ভিত্তিতে

প্রথম—ঢাকা জিলা	(১) এ, কে, এম খুরশীদ আহমদ	মুন্সী আবদুল হামিদ	নারায়ণগঞ্জ
	(২) মাহফুজ উল্লাহ সিকদার	মরহুম হাবিব উল্লাহ সিকদার	,,
	(৩) শরীফ আহমদ	মোঃ আনোয়ার আলী	,,
	(৪) মোঃ ফজল-ই-ইলাহী	ফকীর ইয়াকুব আলী	তেজগাঁ
	(৫) মোঃ হেলাল-উল হক	মোঃ আনোয়ারুল হক	তেজগাঁ
	(৬) খন্দকার বেনজীর আহমদ	ডাঃ মোঃ আবদার আলী খান	,,

ধর্মীয় জ্ঞানের লিখিত পরীক্ষা

খোদ্দাম 'ক' শাখা

প্রথম—	আব্দুল বাতেন	ডাঃ এম, এ, আজিজ	ময়মনসিংহ
দ্বিতীয়—	মোঃ হেলাল-উল হক	মোঃ আনোয়ারুল হক	তেজগাঁ

স্থান	নাম	পিতার নাম	মজলিসের নাম
তৃতীয়—	১। জাফর আহমদ	মরহুম আলী আকষর	চট্টগ্রাম
	২। আশরাফ-উজ জামান	মেঃ আসাদুজ্জামান	চট্টগ্রাম

খোদ্দাম 'খ' শাখা

প্রথম—এম, এ, রাজ্জাক	খুলনা
দ্বিতীয়—আব্দুল মতিন	কুমিল্লা
তৃতীয়—তারেক	নারায়নগঞ্জ

ধর্মীয় জ্ঞানের লিখিত পরীক্ষা

আতফাল 'ক' শাখা

প্রথম—মোসলেহ উদ্দীন আহমদ	মরহুম ওয়াসীম উদ্দীন আহমদ	জামালপুর
দ্বিতীয়—সৈরদ সোহেল আহমদ	সৈয়দ আনোয়ার আলী	তেরগাঁতী
তৃতীয়—মাসুদুল হক	আনোয়ারুল হক	তেজগাঁ

আতফাল 'খ' শাখা

প্রথম— রফিকুর রহমান	ওবায়দুর রহমান	তেজগাঁ
দ্বিতীয়—জুবায়ের আহমাদ	জায়েদ আহমদ	বি, বাড়ীয়া
তৃতীয়—মীর হাসান আলী	মীর মোহাম্মদ আলী	ঢাকা

খেলা-ধুলা

ভলিবল প্রতিযোগিতা (খোদ্দাম)

বিজয়ী :—ঢাকা বিভাগ দল

	নাম	পিতার নাম	মজলিসের নাম
(১)	মোঃ আখতার হোসেন	মেঃ মিয়াজী মোঃ মাজু মিঞা	ঢাকা
(২)	আহমদ এনামুল কবীর	মরহুম আনিসুর রহমান	"
(৩)	কাওসার আহমদ	আহমাদুর রহমান	"
(৪)	কাজী আব্দুস্ শাকুর	কাজী আব্দুল ওয়াদুদ	"
(৫)	ফজলুর রহমান (জাহাঙ্গীর)	আব্দুল আলীম	"
(৬)	আবু নাসের	মরহুম মোঃ তারু মিঞা	
(৭)	মোঃ ইউনুস		
(৮)	আফজল হোসেন	আব্দুল হাদী ভূঞা	"
(৯)	আবুল হোসেন		
(১০)	বোরহানুল হক	আনোয়ারুল হক	তেজগাঁ
(১১)	হেলাল-উল হক		"

সনদ-ই-ইমতিয়াজ প্রাপ্ত মজলিস সমূহের তালিকা

মজলিসের নাম

(১) নারায়ণগঞ্জ মজলিস
(২) চট্টগ্রাম ,,
(৩) রংপুর ,,
(৪ ব্রাহ্মণ বাড়ীয়া ,,
(৫) জামালপুর ,,
(৬) সাহবাজ পুর ,,

উত্তম মজলিস

(১) ঢাকা মজলিস
(২) চট্টগ্রাম মজলিস

ধীরগতি সাইকেল চালনা (খোদ্দাম)

প্রথম–	আহমদ এনামুল কবীর	মরহুম মৌঃ আনিছুর রহমান	ঢাকা
দ্বিতীয়–	খন্দকার বেনজীর আহমদ		তেজগাঁ
তৃতীয়—	সৈয়দ মোহাম্মদ,	মরহুম সৈয়দ নূরুল আলম	ঢাকা

বিস্কুট দৌড় প্রতিযোগিতা, আতফাল 'ক' শাখা

স্থান	নাম	পিতার নাম	মজলিসের নাম
প্রথম–	জুবায়ের আহমদ	জায়েদ আহমদ	বি, বাড়ীয়া
দ্বিতীয়–	মকবুল আহমদ	আহসান উল্লাহ পাটুয়ারী	নারায়ণগঞ্জ
তৃতীয়–	এস, এম, শহিদ উল্লাহ	নূরু মিঞা	ঘাটুরা

আতফাল 'খ' শাখা

প্রথম–	সৈয়দ আলম শের	মরহুম সৈয়দ আতাউর রহমান	তারুয়া
দ্বিতীয়–	এজাজুল হক	মোঃ আনোয়ারুল হক	তেজগাঁ
তৃতীয়–	মনোয়ার আহমদ	মতিউর রহমান	বি, বাড়ীয়া

ভাল কাজ ও আচরণের জন্য বিশেষ পুরস্কার

আতফাল

ক্রমিক সংখ্যা	নাম	মজলিসের নাম
(১)	মোসলেহ উদ্দীন আহমদ	জামালপুর
(২)	এহসানুল আলম	তেজগাঁ
(৩)	আহমদ ওবায়দুস সাত্তার	ঢাকা
(৪)	শাহ্ আলম	শালগাঁ
(৫)	এ, কে, এম, শামসুদ্দোহা করিম	ঢাকা

মোতামাদ
বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া, ঢাকা।

আহ্‌মদীয়া জামাতের

ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস্ সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন ঃ

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সত্যতা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম ?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিযীন"

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Mollah, at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjuman e-Ahmadiyya,
4. Bakshibazar Road, Dacca-1
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar